NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে

'খাদান': কমার্শিয়াল ছবির জগতে অনন্য হয়ে থাকবে ৮

কলকাতা ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ ৩ মাঘ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২১৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.01.2025, Vol.18, Issue No. 217 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসাবে স্পেস ডকিং সফল ইসরোর

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি: দুই কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে 'হ্যান্ডশেক' করাল ইসরো। সফল হল 'স্পেস ডকিং' প্রক্রিয়া। বৃহস্পতিবার সকালেই এই সাফল্যের কথা সমাজমাধ্যমে জানিয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসাবে স্পেস ডকিং প্রক্রিয়ায় সাফল্য পেল ভারত। এই সাফল্যের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এর আগে গত রবিবার স্পেস ডকিংয়ের চেষ্টা করেছিলেন ইসরোর মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। দুই কৃত্রিম উপগ্রহকে তারা সে দিন প্রথমে ১৫ মিটার এবং তার পর তিন মিটার পর্যন্ত কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে দিন কাঙ্ক্ষিত 'হ্যান্ডশেক' হয়নি। দু'টি উপগ্রহ পরস্পরকে স্পর্শ করার আগেই তাদের সরিয়ে আনা হয়েছিল। ইসরো জানিয়েছিল, পরবর্তী পদক্ষেপের কথা তারা পরে জানাবে। অবশেষে বৃহস্পতিবার সেই প্রক্রিয়া সফল হয়েছে।

ইসরো সমাজমাধ্যমে লিখেছে, 'স্পেস ডকিং প্রক্রিয়া সফল হল। এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। প্রথমে আমরা ১৫ মিটার এবং তিন মিটার পর্যন্ত পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা করেছিলাম। তার পর দু'টি উপগ্রহের পরস্পরকে স্পর্শের প্রক্রিয়াটি নির্ভুল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যাহারও সম্পূর্ণ। বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসাবে ভারত স্পেস ডকিংয়ে সাফল্য পেল। সমগ্র টিমকে অভিনন্দন।'

ইসরো জানিয়েছে, স্পেস ডকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেও সব তাদের অধীনেই রয়েছে। দু'টি উপগ্রহে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে 'আনডকিং' প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হবে। ইসরোর সাফল্যে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'ইসরোয় আমাদের বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন। স্যাটেলাইটগুলির স্পেস ডকিং সফল হয়েছে। আগামী দিনে মহাকাশ বিজ্ঞানে ভারতের লক্ষ্যপূরণের পথে এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইলফলক।'

বকখালি থেকে গ্রেপ্তার বাঘাযতীনের প্রোমোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঘাযতীনের বিদ্যাসাগর কলোনিতে ফ্ল্যাট ভেঙে পড়ার ঘটনার দুদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার প্রোমোটার। বৃহস্পতিবার দুপুরে সুন্দরবন জেলা পুলিশের সাহায্যে অভিযান চালিয়ে বকখালি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিপর্যয়ের পর তিনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। ফ্রেজারগঞ্জ থানার পুলিশের জালে সুভাষ রায় নামে ওই প্রোমোটার। মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতা পুরসভার ৯৯ ওয়ার্ডে বাঘাযতীন চত্বরে বিদ্যাসাগরের কলোনির একটি আবাসন হেলে পড়ে। নিচের তলাটি কার্যত চুরমার হয়ে যায়। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে কলকাতা পুরসভা জানায়, অনুমতি ছাড়াই তৈরি হয়েছিল ওই বহুতল। ইতিমধ্যেই প্রোমোটার সুভাষ রায় ও আট বাসিন্দার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়।

স্যালাইন-কাণ্ডে ডাক্তারদের কাঠগড়ায় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী

সাসপেন্ড ১২ চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্যালাইন-কাণ্ডে চিকিৎসকদেরই কাঠগড়ায় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি নবান্নে জানালেন, সঠিকভাবে চিকিৎসকেরা দায়িত্ব পালন করলে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের ওই প্রসূতি এবং সদ্যোজাতকে বাঁচানো যেত। এই ঘটনায় ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করার নির্দেশ দিলেন তিনি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের আরএমও এবং এমএসভিপি।

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পাঁচ প্রসূতি। অভিযোগ, স্যালাইন নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। পরে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে অসুস্থ হয়ে পড়া প্রসূতিদের এক জনের সন্তানও প্রাণ হারিয়েছে। এই ঘটনায় চিকিৎসকদের দিকে আঙুল তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানিয়েছেন, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির পরেও ওই প্রসূতি এবং শিশুকে বাঁচানো যায়নি। কারণ, চিকিৎসকেরা তাঁদের কর্তব্য পালন করেননি। তাঁর কথায়, 'যাঁদের কাছে মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়, যাঁদের হাতে সন্তান জন্মায়, তাঁরা দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করলে মা এবং সন্তানকে বাঁচানো যেত।'

মমতা এ-ও জানিয়েছেন, ওটির ভিতরে সিসি ক্যামেরা থাকলে অভিযুক্তদের হাতেনাতে ধরা যেত। অপারেশন থিয়েটারের ভিতরেও সিসি ক্যামেরা থাকা উচিত বলে মনে করেন তিনি। একই সুর শোনা গিয়েছে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের গলায়। তিনি বলেন, 'সিসি ক্যামেরা করিডরে থাকে। তাই চিকিৎসকদের গতিবিধি জানতে পারছি না।' তবে মুখ্যমন্ত্রীর মতোই তিনিও বলেছেন, 'অস্ত্রোপচারের সময় যে প্রোটোকল মেনে চলা দরকার, তা মানা হয়নি। সিনিয়র চিকিৎসকেরা উপস্থিত না হয়ে জুনিয়র চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করেছেন।'

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পরে অসুস্থ হয়ে পড়া পাঁচ প্রসূতির মধ্যে তিন জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। তাঁদের তিন জনকেই কলকাতায় এনে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, ওই তিন জনের মধ্যে এক জনের শারীরিক অবস্থা একটু বেশি সঙ্কটজনক। তিনি মনে করেন, এই প্রসূতিদের পরিবারের চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে আঙুল তোলার অধিকার রয়েছে। তাঁর কথায়, 'ওই প্রসূতিদের পরিবারের কাছে কোনও সান্ত্বনাই আসলে সান্ত্বনা নয়। তারা চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলতেই পারে। ওই পরিবারগুলি কিছু বললে শুনতে হবে।'

এর পরেই তিনি ৮ জানুয়ারি, ঘটনার দিন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে উপস্থিত চিকিৎসক এবং আরএমও, আরএসভিপিকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন। সেই তালিকায় রয়েছেন মাতৃমা বিভাগে ইউনিট ১সি-র বেড ইনচার্জ দিলীপ পাল, সিনিয়র চিকিৎসক হিমাদ্রি নায়েক, আরএমও সৌমেন দাস, অ্যানাস্থেশিস্ট পল্লবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পিজিটি প্রথম বর্ষের চিকিৎসক মৌমিতা মণ্ডল, পূজা সাহা, ইন্টার্ন চিকিৎসক সুশান্ত মণ্ডল, পিজিটি তৃতীয় বর্ষের চিকিৎসক জাগৃতি ঘোষ, ভাগ্যশ্রী কুণ্ডু, পিজিটি প্রথম বর্ষের অ্যানাস্থেশিস্ট মণীশ কুমার, বিভাগীয় প্রধান মহম্মদ আলাউদ্দিন, হাসপাতাল সুপার জয়ন্ত রাউত। চিকিৎসক দিলীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ওই দিন হাসপাতালের বাইরে অস্ত্রোপচার করছিলেন। বাকিদের কাজে গাফিলতির অভিযোগে সাসপেন্ড করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে সিআইডি।

মমতা তাঁর সরকারের আমলে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির খতিয়ানও তুলে ধরেছেন। তিনি নবান্নে বসে জানিয়েছেন, 'স্বাধীনতার সময় থেকে রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ছিল ১১। তাঁর আমলে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৭। তার মধ্যে সরকারি কলেজের সংখ্যা ২৪। রাজ্যে এমবিবিএস আসনের সংখ্যা ১৩৫০ থেকে বেড়ে ৫,৬৫০ হয়েছে। এমডি আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,৮৪৮। সরকারি হাসপাতালে শয্যার সংখ্যাও বেড়েছে। এখন রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে শয্যার সংখ্যা ৯৭ হাজার। ব্লাড ব্যাঙ্ক, ট্রমা কেয়ারের সুবিধা রয়েছে। রাজ্যে ১৪ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। ওবিসি মামলার নিষ্পত্তি হলে আরও চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে। রাজ্যে নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৫৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৫১। আগে কেন্দ্রগুলিতে আসন ছিল ২,৫৪৫, এখন ২৮, ৪৬৭। সরকারি হাসপাতালে অনুমোদিত নার্সিং কর্মী, প্যারামেডিক্যাল কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আশাকর্মীর সংখ্যা ২ বছরে ১১ হাজার বেড়েছে। এখন ৬৪ হাজার আশা কর্মী রয়েছেন রাজ্যে।'

মুখ্যমন্ত্রী এর পরেই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, পরিকাঠামো, আসন বৃদ্ধির বিষয়টি দেখার কথা প্রশাসনের। কিন্তু চিকিৎসার বিষয়টি ডাক্তারের উপরই নির্ভর করে। সেটা তিনি বা মুখ্যসচিব বা স্বাস্থ্যসচিব পারবেন না। তাঁর কথায়, 'সরকারি নীতি হল, সরকারি ডাক্তারদের ৮ ঘণ্টা হাসপাতালে উপস্থিত থাকতে হবে। সেবা তাদের সবচেয়ে বড় কাজ। কোনও কোনও রোগীর ক্ষেত্রে এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করা যায় না।' এর পরেই মমতা জানান, ঘটনার দিন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোনও সিনিয়র চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না। এ জন্য রোগীর পরিবার আঙুল তুললে, তা সহ্যও করতে হবে। মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিজের বাড়িতেই দুষ্কৃতী হামলায় গুরুতর জখম সইফ আলি খান

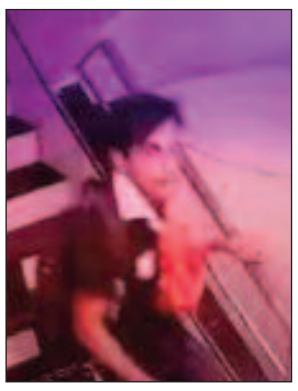

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি: বুধবার রাত দেড়টা। আচমকা সেই অন্ধকার চিরে যায় মহিলা কণ্ঠের চিৎকারে। নিজের বাড়িতেই দুষ্কৃতীর ছুরিকাঘাতে জখম হয়েছেন করিনার স্বামী তথা বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খান। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই হামলার নেপথ্যে শুধুই ডাকাতি নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সেটা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে একটি পার্টিতে গিয়েছিলেন করিনা। সইফ এবং বাড়ির বাকিরা বাড়িতেই ছিলেন। রাত দেড়টা নাগাদ পার্টি থেকে বাড়ি ফেরেন করিনা। হলঘরে ঢুকে তিনিই প্রথম দেখতে পান হামলাকারীকে। অচেনা ব্যক্তিকে দেখে চিৎকার করে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর চিৎকার শুনে প্রথমে বেরিয়ে এসেছিলেন এক পরিচারিকা। হলঘরের কাছেই তাঁর ঘর। হামলাকারীকে বাধা দিতে তিনিই প্রথম এগিয়ে যান। সেই সময়ে পুত্র তৈমুরকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে দ্রুত ভিতরের ঘরে চলে যান করিনা।

হলঘর থেকে স্ত্রীর চিৎকার শুনে ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন সইফ নিজে। পরিচারিকার সঙ্গে অচেনা ব্যক্তির ধস্তাধস্তি হচ্ছে দেখে তিনি বাধা দিতে যান। সেই সময়ে ধারালো ছুরি বার করে এলোপাথাড়ি কোপ মারেন অভিযুক্ত। সইফ রক্তাক্ত হন। তার পরেই হামলাকারী বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে দাবি, পরিচারিকাই প্রথম ওই হামলাকারীকে দেখেন। করিনা পরে এসেছিলেন।

সইফের বাড়ির সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে হামলাকারীকে চিহ্নিত করেছে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। কিন্তু এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তার খোঁজ চলছে। সেই সঙ্গে পুলিশ পরিবারের লোকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মূল ঘটনার দু'ঘণ্টা আগে পর্যন্ত সিসিটিভিতে কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, আগে থেকেই ওই বাড়িতে ঢুকে বসেছিলেন অভিযুক্ত। কেউ কেউ বলছেন, তিনি সইফ-করিনার কনিষ্ঠ পুত্রের ঘরে লুকিয়ে ছিলেন। মূলত চুরির উদ্দেশ্যেই এই হামলা বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের সন্দেহ, পাশের বাড়ি থেকে সইফের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন হামলাকারী। ঘাপটি মেরে বসেছিলেন তাঁর পুত্রের ঘরে। হামলাকারী বাড়ির এক পরিচারকের পূর্বপরিচিত বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সইফ। তাঁর শরীরে ছ'বার ছুরির আঘাত লেগেছে। কিছু আঘাত গুরুতর। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সইফের মেরুদণ্ডের খুব কাছে একটি আঘাত রয়েছে। তবে আপাতত অভিনেতার অবস্থা স্থিতিশীল।

সইফের দ্রুত সুস্থতা কামনায় মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বইয়ে সইফ আলি খানের উপর দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলিউড সুপারস্টারের দ্রুত আরোগ্য কামনা করার পাশাপাশি এই কঠিন সময়ে শর্মিলা ঠাকুরের জন্য চিন্তিত মুখ্যমন্ত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'জনপ্রিয় অভিনেতা সইফ আলি খানের উপর হামলার খবর শুনে ভীষণ উদ্বিগ্ন। আমি ওঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। আমার বিশ্বাস, আইন আইনের পথে হাঁটবে। যে বা যারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, শাস্তি পাবে। এই কঠিন সময়ে শর্মিলাদি, করিনা কাপুর এবং ওঁদের গোটা পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছি।' অন্যদিকে, মুম্বইয়ের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রশাসনের দিকে আঙুল তুললেন শিবসেনা উদ্ধব শিবিরের সঞ্জয় রাউত। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি সইফের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

সিসিটিভি ফুটেজে দুষ্কৃতীর মুখ

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি: বৃহস্পতিবার দিনভর চেষ্টার পর শেষমেশ সইফ আলি খানের হামলাকারীর ছবি প্রকাশ্যে এল। সিসিটিভি ফুটেজ সূত্রেই শনাক্ত করে আক্রমণকারীর খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে মুম্বই পুলিশ। অভিযুক্তর ছবি ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। পুলিশি সূত্রে খবর, আপৎকালীন জানালা ব্যবহার করেই সইফ-করিনারাড়িতে প্রবেশ করে ওই ব্যক্তি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখেই অভিযুক্তকে ধরতে মাঠে মুম্বই পুলিশের ১০টি টিম। খুব শিগগিরিই ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে খবর। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ২৫-৩০টি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়েছে।

মোদির মন্ত্রিসভার সম্মতি পেল অষ্টম বেতন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি: অষ্টম বেতন কমিশন গঠনে বৃহস্পতিবার অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, শীঘ্রই কমিটির চেয়ারম্যান এবং দুই সদস্যকে নিয়োগ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বেতন এবং মহার্ঘ ভাতার কাঠামো নির্ধারণ করে এই বেতন কমিশন। বেতন বৃদ্ধির বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। নতুন বেতন কমিশন গঠনের অনুমোদন মেলায় আশায় বুক বাঁধছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা। ন্যূনতম মূল বেতন (বেসিক পে) কতটা বৃদ্ধি পাবে, আরও কী কী সুবিধা হবে, তা নিয়ে হিসাব কষতে শুরু করেছেন তাঁরা।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ন্যূনতম মূল বেতন মাসে ১৮ হাজার টাকা। সপ্তম বেতন কমিশনে এই টাকার অঙ্ক ঠিক করা হয়েছিল। ষষ্ঠ বেতন কমিশনে মাসে সাত হাজার টাকা ছিল কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ন্যূনতম মূল বেতন। সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ২০১৬ সাল থেকে কার্যকর হয়। তার মেয়াদ রয়েছে ২০২৬ সাল পর্যন্ত। সপ্তম বেতন কমিশন নির্ধারিত বেতন কাঠামোর মেয়াদ শেষ হওয়ার মুখে এ বার অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। অশ্বিনী জানিয়েছেন, অষ্টম বেতন কমিশন যাতে সময়ের মধ্যে সুপারিশ করতে পারে এবং ২০২৬ সাল থেকে তা কার্যকর করা যায়, সেই লক্ষ্যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং অন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন অশ্বিনী। বর্তমান কর্মীদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের পেনশন এবং অন্য ভাতাও পুনর্মূল্যায়নের বিষয়টি বিবেচনা করে বেতন কমিশনগুলি। আগামী মাসেই কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের অনুমোদন দেওয়া হল কেন্দ্রের তরফে। তবে কবে এই কমিশন গঠিত হবে, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি।

বন্ধ হচ্ছে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ, কারণও জানালেন সংস্থার প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি: তাদের প্রকাশ করা রিপোর্টের জেরে সমস্যায় পড়েছিলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি। শেয়ারদর 'ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে' দেখানোর অভিযোগের তদন্তে আদানি গোষ্ঠীকে সাহায্য করার অভিযোগ তোলা হয়েছিল বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির মাধবী পুরী বুচের বিরুদ্ধেও। এ বার বন্ধ হতে চলেছে আমেরিকার সেই শেয়ার বাজার বিশ্লেষক তথা কর্পোরেট তথ্যানুসন্ধান সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ।

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান ন্যাথান অ্যান্ডারসন বৃহস্পতিবার বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।' সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ তাঁর জীবনের একটা অধ্যায়, গোটা জীবন নয়। ভেবেচিন্তেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ন্যাথামের যুক্তি, কাজের চাপে ব্যক্তিগত জীবনে সময় দিতে

পারছিলেন না। জীবনে ভারসাম্য আনতেই আপাতত সংস্থা বন্ধ করছেন। কিন্তু তাঁর হঠাৎ এমন সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কোনও 'প্রভাব' কাজ করেছে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই।

প্রসঙ্গত, কারচুপি করে শেয়ারের দাম বাড়ানো এবং কর ফাঁকি-সহ বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এনেছিল 'হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ' ২০২৩ সালের গোড়ায়। এ নিয়ে কেন্দ্রকে ধারাবাহিক ভাবে নিশানা করেছিল বিরোধীরা। উঠেছিল জেপিসি (যৌথ সংসদীয় কমিটি) তদন্তের দাবি। শেয়ার বাজারে আদানিকাণ্ডের প্রভাব খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। যদিও সেই তদন্তে কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি আদানিদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার হিন্ডেনবার্গ বন্ধের ঘোষণার পরেই আদানিদের শেয়ারের দর চড়েছে বাজারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৪ নং এফিডেভিট বলে Naresh Jain S/o. Ramesh Chandra Jain ও Naresh Kr. Jain S/o. R. Jain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১২/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৩৫৪ নং এফিডেভিট বলে Aanant Singh S/o. Sawami Nath Singh ও Anand Singh S/o. S. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০১/২০২৫ নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ১২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Mita Malo D/o. Prabir Malo নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mita Bibi সাকিম আলিখোজা, পশ্চিম সেখ পাড়া, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ নামে পরিচিত হইয়াছি। ০৬/০১/২০২৫ তারিখে আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৩ নং এফিডেভিট বলে Binay Kumar Das S/o. Nidhan Das, Binay Kumar Das S/o. Nidhan Chandra Das ও Binay Das S/o. N. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৭২ নং এফিডেভিট বলে Sri Pradip Roy S/o. Late Nemai Roy ও Sri Pradip Ray S/o. Late Nemai Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Manas Chattopadhyay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jiban Krishna Chattopadhyay ও Lt. J. K. Chattopadhyay উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি মহাবীর ঘোষ, পিতা-ঁ কালাচাঁদ ঘোষ ভোটার কার্ডে আমার নাম মহাদেব ঘোষ আছে। ১৫/০১/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে মহাদেব ঘোষ ও মহাবীর ঘোষ একই ব্যক্তি হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Pampa Pal or Pampa Pal (Sarkar) or Pampa Pal Sarkar W/O Sukanta Pal R/O BL B FLAT 4B 17/8/1 Dinen Bhattacharjee Sarani PO. Morepukur PS Rishra Dist Hooghly Pin 712250, have changed my name and shall henceforth be known as Pampa Pal Sarkar as declared before the first class Judicial Magistrate at calcutta WB vide affidavit no 1506 dated 10.01.2025 Pampa Pal, Pampa Pal (sarkar) and PAMPA PAL SARKAR both are same and one identical person.

নাসিম আকতার মহাশয় ইংরাজীর ২৩ / ০২ / ২০২৪ তারিখে সাবির উদ্দিন সরদার মহাশয়কে ৯৮৮ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডি.এস.আর. ১ রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে সাবির উদ্দিন সরদার মহাশয়, আবু কালাম সরদার মহাশয়কে ৩৪২০ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ২৮ / ০৩ / ২০২৪ তারিখে হাওড়ার এ.ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা- একসরা, জে.এল.-০৪, হাল দাগ নং-৩৫৮, ৩৫৯।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই জানুয়ারি। ৩ রা মাঘ। শুক্র বার। চতুর্থী তিথি, জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানসিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মুলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্র, শুভাশুভ মিশ্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দূর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা

[illegible]

বিশ্বজিৎ দাস, পিতা ... মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১২২ [illegible]

আমমোক্তারনামা

[illegible]

হায়দার আলি পিয়াদা মহাশয় ইংরাজীর ০৩ / ০৫ / ২০১২ তারিখে ডালিয়া বেগম মহাশয়াকে ৫৬৮ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে নাজিম মোল্লা মহাশয়কে ৩৬৯৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ২২ / ০৪ / ২০১৬ তারিখে হাওড়ার ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা- একসরা, জে.এল.-০৪, হাল দাগ নং-৫৮৫।

১) পাওয়ার দাতা – শ্রীমতী মনিকা বক্সি, স্বামী শ্রী সুদীপ বক্সি, গ্রাম – শিবমনিপুর, পোঃ ও থানা – কোতুলপুর, বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা – শ্রী সুদর্শন হালদার, পিতা ... হালদার, গ্রাম ও পোঃ – রামসাগর, জেলা বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতা – শ্রী শ্যামসুন্দর রায়, পিতা ... কৃষ্ণগোপাল রায়, রামসাগর, এবং ২) শ্রীমতী মঙ্গলা বাউরী স্বামী শ্রী সুকুমার বাউরী, গ্রাম ও পোঃ – রামসাগর, ... থানা – ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার নং – IV-28/12 তারিখ – 20/08/2012 দলিল নং – I-4289/24, 30/12/24 জে.এল. নং – ২৮৮, মৌজা – রামসাগর খতিয়ান নং – ১২৭, ৫৮৬, ৪৭২, ৫৯১ দাগ নং – ১১৫৭, পরিমান – ৪৫ শতক।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol No. F/423/652/2017

ইউসুফ লস্কর দীং মহাশয় ইংরাজীর ০২ / ০৯ / ২০২১ তারিখে শ্রী পঙ্কজ দে মহাশয়কে ৭৮৭২ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার এ.ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রী পঙ্কজ দে মহাশয়, উত্তম রায় মহাশয়কে ১৩০২৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ১০ / ১২ / ২০২৪ তারিখে হাওড়ার এ.ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা- জগদীশপুর, জে.এল.-০২, হাল দাগ নং-২৯৩৬।

GENERAL NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE SEALDAH
SUCCESSION CASE NO. 80 OF 2024

In the goods of:
Goods of Depali Chowdhury, wife of Late Pradip Chowdhury, residing at 15/10/2, Narkeldanga, Road, P.S.- Narkeldanga, Kolkata-700011.
-And-
In the matter of:
Mr. Jayanta Chowdhury, son of Late Pradip Chowdhury, residing at 115/10/2, Narkeldanga 4th Road, P.S. -Narkeldanga, Kolkata-700011.
petitioner

Whereas the above named petitioner, has filed the application on 21.11.2024 before the aforesaid Court under the provision of Indian Succession Act for grant of succession certificate to the debts and securities of the above named deceased who died intestate on 02.08.2024. Prior to her death, she used to reside ordinarily at 15/10/2, Narkeldanga Road, P.S.- Narkeldanga. Kolkata-700011. Notice is hereby given that any person having any interest in the estate of the deceased above named may appear in the Court of Ld. District Delegate Sealdah within 30 days of paper publication either in person or through agent and may file objection if any there against. In default the application will be heard and determined exparte in accordance with law.

By Order
Promojit Dey
Sherestadar
Civil Judge (Jr. Division)
1st Court, Sealdah, 24 Parganas

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE AT ALIPORE, SOUTH 24 PARGANAS
ACT 39 CASE NO: 120 of 2024
MISS BARSHA SAHA..Petitioner

Notice is hereby given to the public at large that, **Sri Binay Bhushan Saha** S/O Lt. Manindra Mohan Saha resident of 22-E-26, Shyamapally, P.S: Jadavpur, Kolkata - 700032 died intestate on 16.02.2020 at his aforementioned residence, leaving behind his Wife **Smt Archana Saha** and Daughter **Miss Barsha Saha**, as his legal heirs and representatives; and subsequently the said **Smt Archana Saha** died intestate on 28.04.2020 at Peerless Hospital and Research Centre Ltd. Kolkata- 94, leaving behind **Miss Barsha Saha**, daughter as her only legal heir, who has filed an application for obtaining Succession Certificate before the Ld. District Delegate at Alipore, South 24 Parganas, in respect of the Estate left behind by the said **Lt Binay Bhusan Saha** and **Lt Archana Saha**, as mentioned in the Schedule below.

SCHEDULE OF ESTATE

1. PPF Account in the name of **Binay Bhushan Saha** at the **State Bank of India**, Bikash Bhavan GOC, Sector II, Salt Lake City, Kolkata having an amount of **Rs. 40,99,886.21/-** (Rupees Forty Lakhs Ninety Nine Thousand Eight Hundred and Eighty Six and Paisas Twenty One) only as on 31.03.2021.

2. Securities held by **Smt Archana Saha** vide Client **Account No. KRJA115** with **SBICAP Securities Ltd,** amounting to **Rs. 7,82,974.20/-** (Rupees Seven Lakhs Eighty-Two Thousand Nine Hundred and Seventy Four and Paisas Twenty only) as on 11.03.2022

If any person has any objection whatsoever, regarding the aforesaid matter, s/he may take appropriate steps in the Court of Law within Thirty (30) days of publication of this Notice, otherwise the said Application for Succession Certificate shall be heard Ex- Parte.

By Order,
Sheristadar
District Judge's Court
Alipore, South 24 Parganas

বিজ্ঞপ্তি

আমরা (১) মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা-মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) আলোকমালা ব্যানার্জী পিতা চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী (৩) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (৪) বিজন রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা বরণী বন্দ্যোপাধ্যায় ... বাঁকুড়া ... জানাচ্ছি যে আমরা ০১.০২.২০২৩ তারিখে I-010801223/2023 নং, ১৩.০৫.২০২৩ তারিখে I-010801537/2023 পাওয়ার ... [illegible]

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No. F/423/652/2017

-বিজ্ঞপ্তি-

আমরা (১) অনিমা ব্যানার্জী, স্বামী-শম্ভু ব্যানার্জী, সাং-লালবাজার, পোস্ট, থানা ও জেলা বাঁকুড়া, পিন নং ৭২২১০১ ... I-01004071/13.09.2021 নং পাওয়ার ... I-01004167/ 18.07.2022 ... [illegible] ... B.L & L.R.O ... [illegible]

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol No. F/423/652/2017

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
উইল প্রোবেট কেস নং- ৩/২০২৪

দরখাস্তকারী :- প্রদীপ বিশ্বাস, পিতা- মৃত নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাস, সাং- ১১৪, রামসীতা পাড়া রোড (পাকা টোল রোড), পোষ্ট ও থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী নিম্নলিখিত তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া তাহার কাকা **কানন বিহারী বিশ্বাস,** পিতা- মৃত ভূপতি ভূষণ বিশ্বাস, সাং - ১১৪, রামসীতা পাড়া রোড (পাকা টোল রোড), পোষ্ট ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া কর্তৃক সম্পাদিত উইলের প্রোবেট লইবার জন্য উক্ত মোকদ্দমা করিয়াছেন। কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

তপশীল

জেলা - নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, নবদ্বীপ পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত রামসীতা পাড়া রোড (পাকা টোল রোডস্থ), ১১৪ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি যাহা ২০ নং নবদ্বীপ মৌজা মধ্যে খতিয়ান নং আর.এস ৪৩৯৬, এল.আর - ১৮২৩, আর.এস. দাগ নং - ১৯১৫/১৯৮ ১৫, এল.আর - ৪৫০৮, শ্রেণী - বাড়ী, পরিমাণ - অবিভক্ত ১/৪ অংশে ১.১২৫ শতক (রেকর্ডদৃষ্টে ১ শতক) ৪.৫০ শতকের মধ্যে। যাহা **প্রদীপ বিশ্বাসের** নামে উইলকৃত।

আদেশানুসারে
Ripan Majumder (Sheristader)
Civil Judge (Jr. Divn.) Court,
Dt. 13.01.2025 Nabadwip, Nadia

সানোয়ার সরদার দীং মহাশয় গন ইংরাজীর ২২ / ০৫ / ২০১২ তারিখে ডালিয়া বেগম মহাশয়াকে ৬৬০ নং ও ০৩ / ০৪ / ২০১৩ তারিখে ৩৯৩ নং পাওয়ার দলিল ও বদরে দোজা সরদার দীং মহাশয় ইংরাজীর ২২ / ১২ / ২০১১ তারিখে মোজাহার পিয়াদা মহাশয়কে ১৫৩৩ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে ডালিয়া বেগম মহাশয়া ও বদরে দোজা সরদার মহাশয়, নাজিম মোল্লা মহাশয়কে ৩৬৯৫ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ২২ / ০৪ / ২০১৬ তারিখে হাওড়ার ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা- একসরা, জে.এল.-০৪, হাল দাগ নং-১৮৯।

॥ দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমি **শ্রী দীপক চ্যাটার্জ্জী**, পিতা- ৺রঞ্জিত কুমার চ্যাটার্জ্জী, সাকিম- গ্রাম- তেলাকোনা, পো:- বালিদহ, থানা- গুরাপ, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০৩ এর অধিবাসী হইতেছি। গত ০৩/০১/২০২৫ তারিখে সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় আমার একটি ব্যাগ হারাইয়া গিয়াছে। যাহার মধ্যে আমার মা **শ্রীমতী ইরা চট্টোপাধ্যায় ওরফে ইরারানী চট্টোপাধ্যায়** এর নামে দুটি আসল সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল যথা ১) **দলিল নং- ৫৪৫৬**, ভলুম্য নং- ৬৯, পৃষ্ঠা ৪ হইতে ৬ যাহা ১৯৭০ সালে ধনিয়াখালি সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছিল এবং ২) অপর আসল সাফ বিক্রয় কোবালা **দলিল নং- ৬৯১৫** যাহা ১৯৭১ সালে **শ্রীমতী ইরা চট্টোপাধ্যায় ওরফে ইরারানী চট্টোপাধ্যায়** এর নামে ধনিয়াখালি সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছিল। **শ্রীমতী ইরা চট্টোপাধ্যায় ওরফে ইরারানী চট্টোপাধ্যায়** দ্বারা উক্ত আসল দলিল দুইটি আমার নামে ২০/০২/২০১৯ তারিখে হুগলী ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **২১৪৮ নং দানপত্র** দলিলের মাদার ডিডের আসল কপি হইতেছে। উক্ত আসল দলিল দুইটি কোনো সরকারী বা বেসরকারী সংস্থায় বন্ধক রাখিয়া লোন নেওয়া হয় নাই বা ক্রোকবদ্ধ নাই। উক্ত দলিল দুইটির বিষয়ে কলকাতার হেয়ার স্ট্রীট থানায় একটি সাধারণ ডাইরি দায়ের করা হইয়াছে, যাহার নং ২৪৮ তারিখ ০৩/০১/২০২৫। কোনো সহৃদয় ব্যাক্তি উক্ত দলিল দুইটি পাইয়া থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা হইতেছে। নির্দিষ্ট সময় পরে কাহারো কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য করা হইবে না।

বিনীত- **শ্রী দীপক চ্যাটার্জ্জী**
পিতা- ৺রঞ্জিত কুমার চ্যাটার্জ্জী,
সাকিম- গ্রাম- তেলাকোনা পো:- বালিদহ,
থানা- গুরাপ, জেলা- হুগলী,
পিন - ৭১২৩০৩
মোঃ- ৯৯৩৩৩৩৬৫২২

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম তমলুক সিভিল জজ (সিনিঃ ডিভিঃ) দ্বিতীয় আদালত
T.S. No.-40 of 2021

শ্রী প্রেমানন্দ পন্ডা .... বাদী।
-বনাম-
শ্রী সহদেব পন্ডা দীং ... বিবাদীগন।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, প্রেমানন্দ পন্ডা বাদী হইয়া শ্রী সহদেব পন্ডা দীং বিবাদীগনের বিরুদ্ধে নন্দকুমার থানার জালপাই প্রঃ কলাগেছ্যা জালপাই মৌজার আর. এস. ১৫৪৪ এল. আর. ৮২৭ দাগ লইয়া উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের হইয়াছে। বিবাদীগনের মধ্যে আপনি ২নং বিবাদী বীনা পন্ডা প্রঃ বীনারানী পন্ডা ও আপনি ৩ নং বিবাদী শ্রীমত্যা শংকরী পন্ডা, স্বামী-ঁ মন্মথ নাথ পন্ডা, উভয়ের সাং- কলাগেছ্যা জালপাই, পোঃ-দয়ালদাসী, থানা-নন্দকুমার, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এই ঠিকানায় আপনাদের স্থায়ী ঠিকানা হওয়ায় আপনাদিগকে বারংবার উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার সমনাদি পাঠানো স্বত্বেও আপনারা ইচ্ছাপূর্বক ভাবে avoid করায় হুজুরাদালতে Or. 5, R. 20 মতে দরখাস্তমূলে আদালতের আদেশ অনুযায়ী অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আপনাদিগকে জানানো হইতেছে। আপনি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা এ্যাডভোকেট দ্বারা আদালতে উপস্থিত হইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

অদ্য সহ ০৪/১১/২৪ তারিখে আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
অসীম মূলা
সেরেস্তাদার
তমলুক সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ)
দ্বিতীয় আদালত
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Delegate Court at Tamluk, Purba Medinipur
Probate Case No. 8 /2024

শ্রীমতী অর্পিতা চক্রবর্ত্তী, স্বামী-শ্রী শঙ্কর কুমার ঘটক, পিতা-স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সাং-পার্ব্বতীপুর, পোঃ ও থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর। ...দরখাস্তকারী।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারন কে জানানো যায় যে, দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (পিতা-স্বর্গীয় গিরিজা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী), সাং-পার্ব্বতীপুর, পোঃ ও থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর। গত ইং ১৫-০৪-২০১২ তারিখে উইল করিয়া যান। উক্ত উইলের তপশীল সম্পত্তি প্রবেট লইবার জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত নম্বর মামলা উক্ত আদালতে দায়ের করিয়াছেন। উক্ত উইল প্রবেটের ব্যাপারে কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা এ্যাডভোকেট বাবুর দ্বারা উক্ত কেসে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা-তমলুক, জে. এল. নং-১৪৩, মৌজা-পার্ব্বতীপুর, আর.এস. খতিয়ান নং-৪৮৬ ও অন্যান্য আর.এস .৩৭৮ ও ৩৭৯ দাগ, এল.আর, ১০৬৮ দাগে ০.৫০০ ডেসিমেল, আর.এস .৩৭৮ ও ৩৭৯ দাগ, এল.আর, ১০৬৯ দাগে ০.২০০ ডেসিমেল,আর.এস. ৩৭৮ ও ৩৭৯ দাগ, এল.আর, ১০৭০ দাগে ০১ ডেসিমেল, একুনে ১.৭০০ ডেসিমেল সহ প্রায় ৩৫ বৎসরের পুরাতন পাকা গৃহ যাহার নীচতলের আয়তন ৫৫০ বর্গফুট, দ্বিতলের আয়তন ৫৫০ বর্গফুট, তৃতীয় তলের আয়তন ৫৫০ বর্গফুট যুক্ত তিনতালা পাকা বাড়ী।

অদ্য সন ইং ২০২৪ সালের ১৮/১২ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া হইল

অনুমত্যানুসারে
স্বাঃ কিশলয় পাহাড়ী
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, তমলুক
পূর্ব মেদিনীপুর।
১৮/১২/২৪

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

২৪শে জানুয়ারি থেকে শুরু ‘দুয়ারে সরকার’

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী নতুন বছরে ফের রাজ্যে শুরু হচ্ছে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। ২৪শে জানুয়ারি থেকে এই কর্মসূচি শুরু হবে। বৃহস্পতিবার তথ্য ও পরিকল্পনা দপ্তর থেকে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় এই কর্মসূচীর সুবিধা যাতে প্রত্যেকটি পরিবার পায় তার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে বলে প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তা জানান। দুয়ারে সরকারের সঙ্গে থাকবে ‘পাড়ায় সমাধান’ কর্মসূচিও। ২৪ শে জানুয়ারি থেকে পহেলা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরকারি পরিষেবা নেবার জন্য আবেদন পত্র নেওয়া হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে উপযুক্ত উপভোক্তাদের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুয়ারে সরকার শিবির থেকে এবার ৩৭টি পরিষেবা পাওয়া যাবে। এগুলি মধ্যে রয়েছে খাদ্য সাথী, স্বাস্থ্য সাথী, জাতি শংসাপত্র, শিক্ষাশ্রী, তপশীলী বন্ধু, জয় জোহার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, মানবিক, লক্ষীর ভান্ডার, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, কৃষক বন্ধু, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা, মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড, পরিযায়ী শ্রমিকদের নথিভুক্তকরণ, বিদ্যুৎ বিলে ছাড়। দুয়ারে সরকার কর্মসূচির সঙ্গে শিবির গুলির পাশে স্বাস্থ্য শিবির ও করা হবে। রক্তদান শিবিরের আয়োজন করবে রাজ্য সরকার। এছাড়া থাকছে গ্রাহক সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা শিবির।

বৃহত্তম কর্মশক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধন রেডোকিউ গ্রুপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেডোকিউ গ্রুপ, আইটি পরিষেবা এবং বৈচিত্র্যময় শিল্পের একটি বিশ্বব্যাপী এবং অগ্রণী নাম। কলকাতায় তাদের বৃহত্তম কর্মশক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধন করল অত্যাধুনিক ইনফিনিটি আইটি লেগুন, সেক্টর ফাইভ-এ। রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং ডঃ অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং, ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার (পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারত) সহ, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

এরই পাশাপাশি এদিন রেডোকিউ গ্রুপের সিইও দীপল দত্ত এবং ডক্টর অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অর্থনীতি নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা আদান প্রদান করেন। এদিনের বৈঠকে দীপল দত্ত জানান, কলকাতায় তাদের বৃহত্তম কর্মশক্তি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তটি কেবল একটি ব্যবসায়িক পদক্ষেপ নয়, এর সঙ্গে রয়েছে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা এবং এর উদ্দেশ্য একটি আইটি হাব তৈরি করার। এর পাশাপাশি কলকাতার নিজস্ব সিলিকন ভ্যালির ভিত্তি স্থাপনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেও জানান তিনি।

এর পাশাপাশি ডক্টর অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং, ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার (পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারত) জানান, ‘ব্রিটেন ভিত্তিক বহু সংখ্যক প্রযুক্তি-পরিষেবা কোম্পানি কলকাতার প্রতিভার সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং এখানে তাদের কার্যক্রম স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।’ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত তথ্য প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় জানান, ‘এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে আমি আনন্দিত। আপনার নাম যেমন ইঙ্গিত করে, আপনার যাত্রার মূলে রয়েছে বৃদ্ধি এবং আপনি ইতিমধ্যেই ব্রিটেনে আপনার সম্ভাবনা প্রমাণ করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখানেও আপনি সফল হবেন। কলকাতা ভারতের পরবর্তী আইটি হাব হিসাবে উঠে আসছে এবং আমি কৃতজ্ঞ যে এই শহরকে বেছে নেওয়া সংস্থাগুলি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারবে।’

সিএসআর ইভেন্টের সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস অ্যাটিটিউড-এর অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন শিল্পী পলাশ কান্তি বিশ্বাস, শিল্পী অরুণ কুমার ভাস্কর, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ডিরেক্টর ও হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড ডিজাইনার জয়িতা সেন এবং শিল্পী পঞ্চানন কংসবণিক।

পুলিশের উপর গুলিকাণ্ডে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোয়ালপোখরে পুলিশের উপর গুলি চালিয়ে আসামিদের ফেরার হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য পুলিশ বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে। আদালত থেকে জেল এবং জেল থেকে আদালতে আসামিদের নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পুলিসকর্মীদের কড়া নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রিজন ভ্যানে তোলার সময়ে তাদের ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে। এই মর্মে রাজ্য পুলিসের তরফ থেকে সমস্ত জেলাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে পুলিশের উপর গুলি চালনার ঘটনায় অভিযুক্তদের ধরিয়ে দিতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলমের খোঁজ দিতে পারলে ২ লক্ষ টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আব্দুস হুসেন নামে আরও একজনকে ধরতে পারলেও দেওয়া হবে ২ লক্ষ টাকা। আব্দুসই সাজ্জাককে পালাতে সাহায্য করেছে বলে পুলিশের অনুমান।

মায়ের স্মৃতিতে শরৎশশীর বইমেলা সংখ্যা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমাদের জীবনে মায়ের ভূমিকা অতুলনীয়। একটি শিশুর জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা সবেতেই মায়ের অবদান ভোলার নয়। মায়ের সেই অবদান তুলে ধরতেই হাওড়ার শিবপুরের বাসিন্দা বিশিষ্ট শিক্ষক অরূপ দাস ১৯৮৪ সালে মা শরৎশশী দাসের স্মৃতিতে শুরু করেন কিশোরদের পত্রিকা ‘শরৎশশী’।

দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে তিনি পত্রিকাটি চালিয়ে আসছেন। মায়ের স্মৃতিতেই ১৯৯৭ সালে পত্রিকা সম্পাদক অরূপ দাস ও তাঁর স্ত্রী মঞ্জু দেবীর উদ্যোগে তৈরি হয় ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা সংগ্রহশালা। সেখানেই শরৎশশীদেবীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বইমেলা সংখ্যা ‘মা’ এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। বিশিষ্ট মানুষরা মায়ের সঙ্গে তাদের স্মৃতিকথা তুলে ধরেছেন এই সংখ্যায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৭ জানুয়ারি, ২০২৫ ৩ মাঘ ১৪৩১ শুক্রবার

স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যে মোহন ভাগবতকে বিঁধলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাধীনতা নিয়ে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের বিতর্কিত মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোহন ভাগবতের ওই মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে জাতীয় রাজনীতিতে। সরব হয়েছেন দেশের একাধিক নেতা। এবার সংঘ চালকের মন্তব্যকে সরাসরি 'দেশ বিরোধী' বলে তকমা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন নবান্ন থেকে প্রধান মোহন ভাগবতকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্বাধীনতার আগে তো বটেই, পরেও কতশত মানুষ জওয়ান দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। এসব করে দেশের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এধরনের মন্তব্য বিপজ্জনক।' সেইসঙ্গে মমতা আরও বলেন,'স্বাধীনতা আমাদের গর্ব। আপনারা কী মনে করেন? যে কোনও দল বা সংগঠন চাইলেই কি দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, যখন ইচ্ছে পাল্টে দিতে পারে? এটা হয় না। দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন কত মানুষ। আমরা সেইগুলি কী করে ভুলে যাব?' বলা বাহুল্য, শুধু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নয় আরএসএস প্রধানের বক্তব্য নিয়ে সরব হয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বুধবার তিনি বলেছিলেন, 'মোহন ভগবতের বক্তব্য দেশদ্রোহিতার সমান। তাঁকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পায়নি আরএসএস প্রধানের এই মন্তব্য প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের জন্য অপমানজনক।' এরপরেই মোহন ভগবতকে নিয়ে সরব হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, ১১ জানুয়ারি রামলালার 'মহা অভিষেক' অনুষ্ঠান থেকে মোহন ভাগবত বলেন, 'ভারত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা পেয়েছে কিন্তু তা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল। রাম মন্দির যে দিন প্রতিষ্ঠা হয়েছে সে দিনটিই ভারতের স্বাধীনতা দিবস। সে দিন দেশের সার্বভৌমত্ব নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' আর এই বক্তব্য নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

পুলিশের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় কড়া বার্তা ডিজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের একাধিক জায়গায় পুলিশের আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে আসছে। গোয়ালপোখরে গুলিবিদ্ধ দুই পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এরই প্রেক্ষিতে এবার কড়া বার্তা দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। পুলিশকে গুলি করা হলে পুলিশও যে ছেড়ে কথা বলবে না, সেটাই কার্যত জানিয়ে দিলেন ডিজি। তাঁর এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজীব কুমারের স্পষ্ট বার্তা, 'আমাদের গুলি করলে, আমরা চারগুণ গুলি চালাব। কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় জানি। আমরা প্রশিক্ষিত। গুলি করলে কী করতে হয়, তা জানা আছে।' এরপরই জল্পনার শুরু, রাজ্যে যখন একাধিক জায়গায় আক্রান্ত পুলিশ, তখন রাজীব কুমার পুলিশের জন্য এনকাউন্টারের ইঙ্গিত দিলেন কি না তা নিয়ে। নাকি পুলিশকর্মীদের উৎসাহিত করতেই এমন বক্তব্য!

প্রসঙ্গত, বুধবার বিকেলে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে এক আসামিকে আদালত থেকে জেলে ফিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় আচমকা ওই আসামি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে গুলি চালায়। বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে এক দুষ্কৃতীকে ধরতে গেলে পুলিশের হাতে হাঁসুয়ার কোপ বসিয়ে দিয়ে পালায়। এই সব ঘটনাতেই নিরাপত্তা নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। তবে বিরোধীরা মনে করাচ্ছেন, এমন ঘটনা প্রথম নয়। এ রাজ্যে পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে বহুবার। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আগে পুলিশ পাল্টা আক্রমণ করে দেখাক, তারপর বুঝব।' শুধুমাত্র ডিজি-র একটা কথায় বিশ্বাস করতে রাজি নন তিনি। অন্যদিকে, প্রাক্তন পুলিশকর্তাদের ধারনা অবশ্য ভিন্ন। তাঁরা জানান, 'উপর মহল থেকে নির্দেশ না পেলে কি আমরা পাল্টা আক্রমণ করতে পারব না?' সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলা হয়, আইন যেখানে অধিকার দিয়েছে, সেখানে একজন ডিজি বা উচ্চপদস্থ কর্তার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কেন!

স্কুলে অতিরিক্ত ফি নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্যের সরকারি, সরকার পোষিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সমস্ত স্কুলে নতুন শ্রেণিতে ভর্তিতে উন্নয়ণ ফি বাবদ পড়ুয়াদের থেকে বছরে একবার সর্বোচ্চ ২৪০ টাকা নেওয়া যাবে। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকায় এ'ও বলা আছে, কোনও পড়ুয়া ফি দিতে না পারলে, সেই ফি মকুব করে দিতে হবে। যদিও সরকারি নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কাঁটাডাঙা নর্থ জনতা আর্য বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। স্বভাবতই, দীনমজুর পরিবারের পক্ষে স্কুলের অতিরিক্ত ফি মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা। অতিরিক্ত ফি নেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার স্কুল গেটে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন অভিভাবকদের একাংশ। বলজিৎ চৌবের অভিযোগ, সরকারি স্কুলে নতুন শ্রেণিতে ভর্তির ফি বাবদ ২৪০ টাকা নেওয়ার কথা। কিন্তু জনতা আর্য বিদ্যালয়ে ২৪০ টাকার বেশি অর্থ নেওয়া হচ্ছে। যা দীনমজুর পরিবারের পক্ষে দেওয়া মুশকিল। এপ্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরজ চুরাশির সাফাই, বিদ্যুতের খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ সরকার প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা অনুদান দেয়। এবার সেই অনুদান মাত্র ২৫ শতাংশ মিলেছে। সরকার থেকে অনুদান না মেলায় পড়ুয়াদের থেকে অতিরিক্ত অর্থ নিতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। সুরজ বাবুর দাবি, অতিরিক্ত অর্থের পরিবর্তে স্কুল ফান্ড থেকে পড়ুয়াদের ব্যাগ, জুতো, পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক আক্ষেপের সুরে বলেন, '২০১৪ সালের স্কুলের করনিক অবসর নিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নতুন করে করনিক নিয়োগ হয়নি। আপাতত একজন পার্ট টাইম করনিক রাখা হয়েছে। তাঁকে প্রতি মাসে স্কুল ফান্ড থেকেই টাকা দিতে হচ্ছে।'

অনন্যার হাতিবাড়ির বৈধতা নিয়ে বিস্ফোরক সজল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের বুকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বহুতল নিয়ে শাসকদলকে কাঠগড়ায় তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। এরইমধ্যে অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তোষপুরের হাতিবাড়ি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করতে দেখা গেল বিজেপি নেতা সজল ঘোষকে। সজলের দাবি, ওই বাড়ি বেআইনি।

একইসঙ্গে তিনি এও দাবি করেন, প্রথমে একটি দোতলা বাড়ি কেনেন ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছু সময়ের মধ্যে ওই দোতলা বাড়ি হয়ে যায় ৫ তলা। সজলের অভিযোগ, হাতিবাড়ির নেপথ্যে রয়েছে বেআইনি নির্মাণ। বাড়ি ভাঙার অর্ডার হলেও পরে লিগ্যাল করে দেওয়া হয়। এরই পাশাপাশি সজলের সংযোজন, 'অনন্যার নিজের নামেই রয়েছে ওই বাড়ি। দোতলা বাড়িটাই কোনওরকম লিগাল পেপার্স ছাড়া পরবর্তীকালে ৫ তলা হয়ে যায়। পরে পিছনের জমিটাও কেনেন। কয়েকটা এমআইসি মিটিংয়ের আগে এই বাড়িটাকে লিগ্যাল হিসাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়।'

প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক মাস ধরেই এই বাড়ি নিয়ে সন্তোষপুর, যাদবপুর, অজয়নগর চত্বরে মানুষের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। প্রাসাদোপম সেই বাড়ির সামনে বসেছে কংক্রিটের তৈরি বিশালাকার হাতির মুখ। সামনের বাকি নকশাও একেবারে চোখ ধাঁধানো। কিন্তু, কার বাড়ি কে করছে, কারা করছে তা নিয়ে চাপানউতোর ছিলই। এবার সেই বাড়ি নিয়েই বিস্ফোরক অভিযোগ বিজেপির। যদিও অনন্যা বিরোধীদের মন্তব্যে খুব একটা কান দিতে নারাজ। তাঁর সাফ কথা, 'বাড়ির কাজগপত্র সবই বৈধ। কে কোথায় কী বলছেন সেদিকে অতো কান দিলে হবে না।'

বাঘাযতীনের ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে বামেদের আমলে, দাবি ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঘাযতীনের স্থানীয় আবাসিক ও বাসিন্দারা হঠাৎ হেলে যাওয়া ফ্ল্যাটবাড়িটি সম্পর্কে জানিয়েছেন এটি তৈরি হয়েছে ২০১২ সালে। এদিক বৃহস্পতিবার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দাবি, বাঘাযতীনের ওই ফ্ল্যাটবাড়ির তৈরি হয়েছিল ২০০৯ সালে। জলাশয় বুজিয়ে তৈরি হয়েছিল ফ্ল্যাট বাড়িটি। আর সেটা বাম আমলেই হয়েছে বলে দাবি করলেন ফিরহাদ হাকিম। প্রসঙ্গত, প্রথম থেকেই এই ঘটনায় বামেদের ওপরই দোষ চাপাচ্ছিলেন মেয়র। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে আরও একবার সেই একই দাবি করতে দেখা যায় তাঁকে।

এদিকে বৃহস্পতিবার ভেঙে পড়া আবাসনটি পুরোটাই ভেঙে ফেলার কাজ চলছে। সেই কাজ পরিদর্শনে যান ফিরহাদ। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'অবৈধ প্রোমোটারির এটাই সমস্যা। ২০০৯ সালে এই বাড়িটা হয়েছিল। এখন অনলাইনে কিছুই নথিভুক্ত নেই। ডিজি বিল্ডিং সেদিনের ঘটনার পর থেকেই অনলাইনে এই আবাসনের প্ল্যান খুঁজছেন। তখন তো অনলাইন ব্যবস্থা ছিল না। তখন ম্যানুয়াল প্ল্যান জমা হত। সেই ফাইলটাই পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সময় এটাই চাল ছিল সব কলোনিতে, নিজেদের মতো করে কোঅপারেটিভ করে বাড়ি করে নিল। পরে এল প্রোমোটার চক্র। এবার অনেকে প্রোমোটারের চক্রে পড়ে বাড়িগুলো কিনলেন। গার্ডেনরিচেও এই সমস্যা রয়েছে।'

এরই পাশাপাশি ফিরহাদ এ দাবিও করেন, 'আমরা আসার পর আইন শিথিল করা হয়। কারণ বিএলআরও-র পারমিশন পাওয়া দুস্কর ছিল। আর সেই কারণেই শিথিল করা হয় এই আইন। সেই বিষয়গুলো দেখা হয়েছে। এরপর অফিস, ঠিকা অফিস, কলকাতা কর্পোরেশনের আন্ডারে নিয়ে এসে চেষ্টা করেছি, যাতে হয়রানি কমে, সহজে প্ল্যান পাওয়া যায়। এখানে এখন বেশির ভাগ নির্মীয়মাণ বাড়িতে দেখবেন, পারমিট নম্বর টাঙিয়ে বাড়ি করছেন।'

কিন্তু সমস্যা একই জায়গায়। ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাই বলছেন, ওই ফ্ল্যাটবাড়িটি তৈরি হয়েছিল ২০১২ সালে। ২০১৪ সালে তাঁরা ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন। তাঁর দাবি, ফ্ল্যাট কিনে আসার ঠিক দুই বছর পরেই দেখা যায়, আবাসনের দক্ষিণ দিক বেঁকে হেলে গিয়েছে। তারপর প্রোমোটারের সঙ্গে সমস্যা নিয়ে কথা বলেন তাঁরা। প্রোমোটার প্রথমে এক লক্ষ টাকা করে দাবি করেছিলেন ফ্ল্যাট ওনার্সদের কাছ থেকে। কিন্তু কেউ তা দিতে রাজি হয়নি। পরে প্রোমোটার তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন, টাকা লাগবে না, তবে ফ্ল্যাটের কোনও সমস্যা হলে দায় থাকবে ওনার্সদের। বাকি তিনি সব ঠিক করে দেবেন বলে আশ্বস্ত করেন। প্রোমোটার এরপর 'নায়াগ্রা কনস্ট্রাকশন' বলে একটি সংস্থাকে নিয়ে আসেন।

বাংলার সিআইডি, ডিডি, পুলিশের মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালের ২৮ নভেম্বর ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন রেবা রাহার দায়ের করা একটি মামলায় প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে শুক্রবার তলব করেছে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিডি ডিপার্টমেন্ট। ২০২৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জগদ্দল থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় ফের তাঁকে আগামী ২১শে জানুয়ারি তলব করেছে ডিডি ডিপার্টমেন্ট। তলবের পর তলব নিয়ে অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, নোটিশ কিংবা মামলা দিয়ে তাঁকে দমানো যাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আছেন, তাই পুলিশ লেলিয়ে উনি হয়রানি করছেন। যেদিন উনি ক্ষমতায় থাকবেন না, সেদিন উনি কি করবেন।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত মামলার তদন্তভার ইডি কিংবা সিবিআইকে উনি দিয়ে দিক। তবে ওনার সিবিআই কিংবা ইডি-র ওপর আস্থা না-ও থাকতে পারে। তাহলে যেসব রাজ্যে ইন্ডি জোটের সরকার আছে। সেই সরকারের এজেন্সিকে উনি তদন্তভার দিক। তাঁর দাবি, বাংলার সিআইডি, ডিডি ও পুলিশের মেরুদণ্ড বলে কিছুই নেই। আইন সম্বন্ধে পুলিশ কিছুই জানে না। ভুলে ভরা নোটিশ তাঁকে পাঠানো হচ্ছে। তাঁর কথায়, দেশে ২০২৪ সালের পয়লা জুলাই থেকে লাগু হয়েছে নতুন ফৌজদারি আইন। কিন্তু ডিডি-র পাঠানো নোটিশে উল্লেখ, বিএনএসএস ২০২৩। মমতার প্রশাসনকে নিশানা করে অর্জুন সিং বলেন, 'মালবাহী ট্রাক থামিয়ে এবং জুয়া-সাট্টার ঠেক থেকে পুলিশ পয়সা তোলে। নৈহাটিতে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করা হল। খুনে

অভিযুক্তরা দেড় মাসের মধ্যে জামিন পেয়ে গেল। সেই পুলিশ তাঁকে নোটিশ পাঠাচ্ছে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, যারা এখন বেআইনিভাবে নোটিশ পাঠাচ্ছে, অবসর নেওয়ার পরও তাঁরা ছাড় পাবেন না। প্রাক্তন সাংসদের দাবি, ২০১৬ সালে প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের একটা কোম্পানি পিপি মডেলে একটা আবাসন তৈরি করেছিল। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুরসভা ২০১৮ সালে সিসি দিয়েছে। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে ২০২৪ সালে মামলা করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, যিনি পুরসভার চেয়ারপার্সন তিনি নিজে সই করেন না। অথচ সেই চেয়ারপার্সন মামলা করছেন। তাঁর দাবি, রাজ্য জুড়ে পুকুর ভরাট নজির সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গত, বিষাক্ত স্যালাইনে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ওই হাসপাতালে এক শিশু সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। এপ্রসঙ্গে তাঁর দাবি, এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এফআইআর করা উচিত। পুলিশকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'পুলিশের টুপিটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। পুলিশের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আর্সেনাল ও দাদা বৌদির বিরিয়ানি পুলিশ বিনা পয়সায় নিচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'মমতার ৩৩ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট ফিক্সড। একটা সময় মায়াবতীরও এমন চিন্তাধারা ছিল। এখন মায়াবতীর কি দুর্দশা। আগামীদিনে মায়াবতীর মতোই অবস্থা হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।' ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, শিউলি পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মোহনপুর, পাতুলিয়া, বন্দীপুর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রান্তে আশ্রয় নেওয়া অনুপ্রবেশকারীরা নাম ভাড়িয়ে ছেলে-মেয়েদের বাংলা মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করছে। শিক্ষকরা স্কুলের জেলা পরিদর্শককে জানালেও, উনি তাতে কর্ণপাত করছেন না।

রোজভ্যালির ২২টি হোটেলের ব্যবসা নিয়ে ইডির অবস্থান তলব আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রোজভ্যালি। এবার রোজভ্যালির বাজেয়াপ্ত করা ২২টি হোটেলের ব্যবসার গতিবিধি নিয়ে ইডি-র অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটির মাধ্যমে যে হোটেলগুলি চলছে সেগুলির মধ্যে কতগুলি এখনও পর্যন্ত ইডি বাজেয়াপ্ত করেছে তা জানতে চাইল রাজ্যের শীর্ষ আদালত। আগামী শুনানিতেই ইডিকে সে ব্যাপারে তথ্য দিতে হবে হাইকোর্টে।

একইসঙ্গে ওই হোটেলগুলি ছাড়া রোজভ্যালির হাত থেকে বাজেয়াপ্ত করা অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রিতে ইডি রাজি আছে কিনা তাও জানতে চায় আদালত। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই রোজভ্যালির দু'জন আমানতকারীর অভিযোগ জমা পড়ে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে। এই অভিযোগ পত্রে তাঁরা জানান, হাইকোর্টের সম্পত্তি বিক্রির নির্দেশ অমান্য করে ব্যবসা চলছে। দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে রোজভ্যালির অভিযুক্ত কর্তাদের। এটা চলতে পারে কিনা তা হাইকোর্টের কাছে জানতে চান তাঁরা। তাঁদের দাবি, হস্তক্ষেপ করুক আদালত। আগামী শুনানিতেই এ বিষয়ে সওয়াল-জবাব হতে পারে বলে খবর। আগের নির্দেশ মেনে এদিন দিলীপ শেঠ কমিটির তরফে ওই সমস্ত সম্পত্তির ব্যবসা সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা পড়ে আদালতে। ওই ব্যবসার আয়-ব্যয়ের হিসাবে নিয়ে আগামীদিনে অডিট রিপোর্ট জমা দিতে হবে শেঠ কমিটিকে।

বাঘাযতীনের ছায়া আগরপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার দুপুরে নেতাজিনগর থানার বাঘাযতীনের বিদ্যাসাগর কলোনিতে হুড়মুড়িয়ে হেলে পড়ে চারতলার বহুতল। এবার বাঘাযতীনের ছায়া আগরপাড়ায়। বৃহস্পতিবার পানিহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহাজাতি নগর এলাকায় নির্মীয়মান বহুতলে কাজ চলাকালীন আচমকা ভেঙে পড়ে চারতলার একাংশ। ঘটনায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা। নিম্নমানের ইমারতি সামগ্রী দিয়ে বহুতল নির্মানের অভিযোগ উঠেছে প্রমোটারের বিরুদ্ধে। যদিও জনবহুল এলাকায় বহুতলের একাংশ ভেঙে পড়তেই বেপাত্তা প্রমোটার। স্থানীয় বাসিন্দা রুপা বিশ্বাস বলেন, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে বহুতল নির্মাণ করা হচ্ছে। কাজ চলাকালীন চারতলার একাংশ ভেঙে রাস্তায় পড়েছে। এদিন বড় ধরনের ঘটনার হাত থেকে রেহাই মিলেছে।

আরজি করকাণ্ডে ফের প্রতিবাদের পথে জুনিয়র ডাক্তারেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডের প্রতিবাদের ফের ঝড় উঠল কলকাতার রাজপথে। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় পথে নামেন জুনিয়র ডাক্তাররা। বেলগাছিয়া রোড, এপিসি রোড, বিটি রোড আটকে এদিন সন্ধেয় বিক্ষোভ দেখান জুনিয়র ডাক্তাররা। জুনিয়র ডাক্তারদের বিক্ষোভের জেরে দমদম চিড়িয়া মোড় থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত বন্ধ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ শ্যামবাজার থেকে খাল্লার দিকের রাস্তাও। গোটা শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় মানববন্ধন করে আটকে দেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা। এখানেই এই আন্দোলন থেমে থাকেনি এর আঁচ পড়তে দেখা যায় আরজি কর হাসপাতালের মধ্যেও। সেখানেও চলে প্রতিবাদ।

প্রসঙ্গত, আরজি করের আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম আশফাকুল্লা নাইয়ার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর ডিগ্রি বিষয়ক নানা নথি চেয়ে চিকিৎসক আশফাকুল্লা নাইয়াকে চিঠি দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল। সাত দিনের মধ্যে তাঁকে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি তা না হয়, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের কথাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে ওই চিঠিতে।

জুনিয়র ডাক্তার আশফাকুল্লা নাইয়ার অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকালে ৩০-৪০ জন পুলিশকর্মী আচমকাই তাঁর কাকদ্বীপের রামতনুনগরের বাড়িতে হানা দেয়। তল্লাশির নামে বাড়ি তছনছ করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। আশফাকুল্লার আশঙ্কা, পুলিশি তল্লাশির নামে যদি কেউ তাঁর বাড়িতে গিয়ে কোনও জিনিস রেখে আসে, তখন কী হবে। তাঁর বাড়িতে বাবা নেই। তিনি গত হয়েছেন। রয়েছেন মা ও ছোট ভাই-বোনেরা। হঠাৎ করে তাঁদের ভয় দেখানো হল কেন, এই প্রশ্ন তুলেছেন আশফাকুল্লা। ঘটনায় ক্ষুব্ধ জুনিয়র ডাক্তাররা।

নিরাপত্তার জন্য কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় থাকছে না বাংলাদেশ স্টল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার নিরাপত্তা বজায় রাখার তাগিদে এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারী স্টলগুলি যাতে কোনও ধরনের সমস্যা বা বিপদের মধ্যে না পড়ে তা নিশ্চিত করতেই এবার বাংলাদেশকে রাখছে না বুক সেলার্স গিল্ড। বাংলাদেশের স্টল এখানে এলে কী ঘটবে, সেই ঝুঁকি তাঁরা নিতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে প্রত্যেক বছর বাংলাদেশের প্রকাশনী সংস্থাগুলি বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের তরফে কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। আদৌ এবারের বইমেলায় বাংলাদেশের স্টল থাকছে কিনা তা নিয়ে গত নভেম্বর মাসে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন ঢাকা থেকে বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক আফসানা বেগম। তিনি আফসোস করে বলেছিলেন, বাংলাদেশের প্রকাশকেরা কলকাতা বইমেলায় আসতে প্রবল আগ্রহী। দু'দেশের মধ্যে বন্ধুতার স্বার্থে কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতার বাইরে গিয়েও আগ্রহ দেখিয়েছি। কিন্তু এখনও সাড়া মেলেনি। খুব স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে এবার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের তরফে কোনও আবেদন জানানো হয়নি। ঢাকার বেসরকারি প্রকাশনী সংস্থা কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণ করতে চেয়ে বুক সেলার্স গিল্ডের কাছে আবেদন জানায়। গিল্ডের তরফে বাংলাদেশি প্রকাশনী সংস্থাকে জানানো হয়, ডেপুটি হাই কমিশনারের মাধ্যমে আবেদন জানাতে। বিদেশ মন্ত্রকের অনুমোদনের ভিত্তিতেই অংশগ্রহণ করতে পারবে তাঁরা। কিন্তু এবার ওদের সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২০২৫-এ কলকাতা বইমেলার থিম কান্ট্রি হচ্ছে জার্মানি। এই প্রথম। দূষণের কারণে এতদিন কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণ করেনি জার্মানি। অথচ, ফ্রাঙ্কফুর্ট বুক ফেয়ার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শুরু হয়েছিল কলকাতা বইমেলা।

সম্পাদকীয়

রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল কেন মায়েদের জন্য নিরাপদ নয়, এ প্রশ্ন তুলবে কে?

প্রশ্নটি এ রাজ্যের ওষুধ পরীক্ষার ব্যবস্থাকে নিয়ে। বিভিন্ন সময়ে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা স্যালাইন, অক্সিটোসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখে, বা সেগুলিকে অকেজো দেখে, মান পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছেন। প্রায় কোনও ক্ষেত্রে সমস্যা পাওয়া যায়নি। অথচ, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের একটি সংস্থার স্যালাইনের বিরুদ্ধে কর্নাটক সরকার অভিযোগ করে। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ওষুধের মান নিয়ন্ত্রক সংস্থা (সিডিএসসিও) এবং রাজ্যের আধিকারিকরা তদন্তে গিয়ে বিস্তর গোলমাল পান। সংস্থাটিকে নিষিদ্ধও করা হল। প্রশ্ন ওঠে, এ রাজ্যের উৎপাদকদের উপর তা হলে রাজ্য সরকারের নজরদারি কতটুকু? কর্নাটক সরকার নালিশ না করলে কি বাংলার লোক দূষিত স্যালাইনের খবর পেত না? সংবাদে প্রকাশ, রাজ্যে ওষুধের মান পরীক্ষার পরিকাঠামোয় বহু ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতির অর্থ যে বহু প্রাণের বিপন্নতা, সরকার কি তা বোঝে না? দ্বিতীয় প্রশ্ন, স্যালাইন উৎপাদক সংস্থাকে ১০ ডিসেম্বর নিষিদ্ধ করল স্বাস্থ্য ভবন, অথচ তার উৎপাদিত স্যালাইন ব্যবহারে নিষেধ জারি করল এক মাস পরে। এ কি কেবলই অবহেলা, না কি এখানেও দুর্নীতির দুর্গন্ধ, সে সন্দেহ দেখা দিতে বাধ্য। তৃণমূল সরকার 'মা, মাটি, মানুষ' স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। এ দিকে ২০১৫-১৭ সালে যখন প্রসূতিমৃত্যুর জাতীয় হার ছিল এক লক্ষে ১২২, তখন এ রাজ্যে ছিল ৯৪। অতঃপর দেশ এগিয়েছে, রাজ্য পিছিয়েছে। তামিলনাড়ুর প্রসূতিমৃত্যু হার আজ পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক। ২০২৩-২৪ সালে ১১৬২ জন প্রসূতির মৃত্যু ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গে। কেন্দ্রের নিয়ম অনুসারে প্রতিটি ক্ষেত্রে দীর্ঘ রিপোর্ট জমা পড়েছে স্বাস্থ্য ভবনে। সেগুলি থেকে সরকার শিক্ষা নেয়নি, তার প্রমাণ নতুন বছরের গোড়াতেই মামণি রুইদাসের মৃত্যু। কেন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতাল মায়েদের জন্য নিরাপদ নয়, সে প্রশ্ন তুলবেই বা কে? স্বচ্ছতার দাবি এ রাজ্যে রাজনৈতিক বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়েছে।

শব্দবাণ-১৬৪

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ক্ষীরের ছোট মিঠাইবিশেষ ২. ব্যাপার ৫. লক্ষ্মী, কমলা ৮. পাত ৯. পতনোন্মুখ, পড়ে যাচ্ছে এমন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.ঝংকার ৩.জানি না ৪. তর্কাতর্কি ৬. নৌকোর মালিক ৭. সম্মানিত, দোদুল্যমান ১০. অশনি।

সমাধান: শব্দবাণ-১৬৩

পাশাপাশি: ১. অপরিণত ৪. মণি ৫. তপন ৭. কপাল ৯. ধারা ১১. জমজমাট।

উপর-নীচ: ১.অনুপেত ২. রিক্ত ৩.ত মসুক ৬. নগরাজ ৮. লটপট ১০. বাজ।

জন্মদিন

আজকের দিন

সন্তু মুখোপাধ্যায়

১৯১৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা এম জি রামচন্দ্রনের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট লেখক ও কবি জাভেদ আখতারের জন্মদিন।*
১৯৫১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সন্তু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

কাজি নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি দিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করা যায় না

স্বপনকুমার মণ্ডল

আদর্শ মেনে না চলায় স্বীকৃতিই অস্বীকৃতির কারণ হয়ে ওঠে। বর্তমান বাংলাদেশের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী শক্তির নৃশংসতার মধ্যেই কাজি নজরুল ইসলামের অস্তিত্ব গৌরবান্বিত হওয়ার অবকাশ পেলেও তা অচিরেই অস্তিত্ব সংকটের কারণ হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অবশেষে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে কাজি নজরুল ইসলামকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-এ'ই তাঁর ১২৫ বছর পূর্তি সম্পন্ন হয়। দেরিতে হলেও 'better late than never'-এ তা জরুরি ছিল। অবশ্য নতুন বছরের সূচনায় বিদ্রোহী কবির এই স্বীকৃতি স্বাভাবিক ভাবে বেমানান মনে হয়। যে কবির বিদ্রোহী পরিচিতিতেই ছিল বৈষম্যপীড়িত সমাজের সমস্ত ধরনের অসাম্য দূর করার বার্তা, শোষিত-শাসিত মানুষের পাশে থাকার মানবিক দায়বদ্ধতা নিবিড় হয়ে ওঠে,তাঁর সেই আদর্শই আজ সে দেশে অমান্যে,অস্বীকৃতিতে ভূলুণ্ঠিত মনে হয়। তাঁর কবি-পরিচিতিতেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আলোকদিশারি জেগে ওঠে, সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সাম্যবাদী কবিকণ্ঠের পরিচয় মেলে। সেখানে ২০২৪-এর ৫ আগস্টে বাংলাদেশের পরিকল্পিত গণ অভ্যুত্থানের ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই মৌলবাদীদের উত্থানে ভয়ঙ্কর ধর্মীয় বিদ্বেষ নিধনযজ্ঞে পরিণত হয় । সেখানে সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী শক্তি বাংলার মানুষের মানবিক অস্তিত্বকেই নতুন করে বিপন্ন করে তোলে । সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর এ বছর সে দেশের নতুন করে স্বাধীনতা লাভের আয়োজনের নেপথ্যেই ছিল মৌলবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তারের ভয়ঙ্কর আয়োজন। সেখানে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকারে সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যখন হিন্দুশূন্য মৌলবাদীদের নতুন দেশ গড়ে তোলার খবর দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন কাজী নজরুল ইসলামকে সে দেশের জাতীয় কবির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করার বিষয়টি আপনাতেই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যেখানে সে দেশে কাজী নজরুলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা অত্যন্ত জরুরি ছিল, সেখানে তাঁর আদর্শকেই অস্বীকার করে তাঁকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি প্রদানে রাষ্ট্রীয় মুখকে অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞাপনে উজ্জ্বল করার ব্যর্থ প্রয়াস আরও রহস্যময় মনে হয়। কেননা নজরুলের অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতি তাঁর বিদ্রোহী পরিচিতিতেই সামনে চলে আসে। তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাই তাঁকে বাঙালির আপনজন করে তুলেছে। দুই বাংলাতেই তাঁর সমান সমাদর। কোনও মৌলবাদী দেশ তাঁকে আপন করতে পারে না। ফলে তাঁকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে নয়, তাঁর অসাম্প্রদায়িক আদর্শে সম্প্রীতি ফেরানোতেই তাঁকে যথার্থ সম্মান জানানো হবে। সেই বাংলাদেশেই কাজী নজরুল ইসলামের অসাম্প্রদায়িক পরিচিতিকে যিনি তুলে ধরে অসাধারণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তিনি বাংলাদেশেরই ধর্মীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে ওঠা একজন আন্তর্জাতিক মনের মানুষ তথা লন্ডন প্রবাসী স্বনামধন্য গবেষক ও প্রখ্যাত লেখক গোলাম মুরশিদ (১৮৫১-২০২৪)। গতবছর মৌলবাদীদের হাতে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের মধ্যেই ২২ আগস্ট তাঁর প্রয়াণ ঘটে। তিনি জীবনের শেষ পর্বে এসে কাজী নজরুল ইসলামকে নতুন করে অসাম্প্রদায়িক মানবিক জীবনের পরিচয়কে নিবিড় করে তুলে ধরেছেন । এটিই ছিল তাঁর গবেষণার শেষ সোনালি ফসল । শুধু তাই নয়, তার জন্য শেষের দিকে জ্বলে ওঠার মতোই তাঁর বিভূতি ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর নজরুল জীবনী 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' (২০১৮)। এই অসাধারণ জীবনী বইটির জন্যই তাঁর নাম ২০২৩ তথা ১৪২৯-এর আনন্দ পুরস্কারের জন্য আরও তিন জনের (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার ও সুব্রত চট্টোপাধ্যায়) বিবেচিত হয়েছিল । সেই পুরস্কার তাঁর না জুটলেও বইটির সমাদরের সূত্রে তাঁর পরিচিতি নতুন করে চর্চার অবকাশ লাভ করে । অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীর পর কাজি নজরুল ইসলামের জীবনী লেখার বিষয়ে তাঁর লক্ষ্যভেদী প্রয়াসের মধ্যে তাঁর প্রগাঢ় ইতিহাসচেতনা ও উদ্ভাবনী গবেষণার পরিচয় সমুজ্জ্বল। বাঙালিমানসে উনিশ শতকে মধুসূদনের মতো বিশ শতকে নজরুলের প্রভাব অনস্বীকার্য। সেখানে প্রথম জনের বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী বিদ্রোহী প্রভাব যেভাবে নবদিগন্তের সূচনা করেছিল, পরের জনের মানবিক বিদ্রোহের প্রভাব সমাজ-সাহিত্য, ধর্ম-রাজনীতি থেকে সমাজের সাধারণ স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য গোলাম মুরশিদ নজরুলের আলোচনাতেও মধুসূদনের ফিরে গিয়েছেন এবং দুজনের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয়ের ঐক্য লক্ষ করেছেন। 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি'র মধ্যেই তা প্রতীয়মান। তাঁর কথায় 'কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে দেশ, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদিও সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। এতে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন নজরুল ইসলাম । তারও আগে বাংলা সাহিত্যের আসরে বিদ্রোহের জোরালো বাণী শুনিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। থীম এবং আঙ্গিকের দিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত এবং পুরোনো সমস্ত নিয়মকানুন ভেঙে ফেলেছিলেন। সে জন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁর চেয়ে বড়ো বিদ্রোহী আর কেউ নেই। কিন্তু নজরুল ইসলাম অন্য ধরনের বিদ্রোহ করলেন। তিনি ধর্ম, রাজনীতি, সরকার, সমাজ — যা কিছু ব্যক্তির মানবিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে — তাকে ভেঙে তছনছ করার আহ্বান জানালেন।' স্বাভাবিক ভাবেই মাইকেল মধুসূদনের জীবনীর মতো নজরুলের জীবনীর প্রতি গোলাম মুরশিদের দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়েছিল। বিশেষ করে মধুসূদনের বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলার জীবনের বিপরীতে নজরুলের দীনহীনের প্রান্তিক জীবনের উত্তরণ কম বিস্ময়কর নয়। বরং অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক, আরও বেশি রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল। অথচ নজরুলের জীবনীগুলোতে তথ্যের রহস্যভেদ করে তাঁর সেই উত্তরণের ছবি দুর্বোধ্য থেকে যায়। গোলাম মুরশিদের আগে নজরুলের জন্মের শতবর্ষের পরিসরে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে অরুণকুমার বসু 'নজরুল-জীবনী' (২০০০) প্রকাশিত হয়। সেখানেও জীবনীকার নজরুলের জীবনের রহস্যভদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, 'জন্মশতবর্শে সত্যের অনাবৃত প্রকাশই প্রত্যাশিত।' সেই 'প্রত্যাশা'র মধ্যে যে নজরুলের জীবনের অনেক তথ্যই অজানা থেকে গেছে, তা সহজেই অনুমেয়। সেক্ষেত্রে গোলাম মুরশিদের নজরুল জীবনী রচনার দুরূহ পথের পথিক হয়ে ওঠাটা ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র।

সবদিক থেকেই প্রান্তিক পরিসর থেকে দুখু মিঞা থেকে কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে ওঠাটা রহস্যাবৃত ও বিস্ময়কর। সেদিক থেকে নজরুলের জীবনের উত্তরণ স্বাভাবিক ভাবেই জীবনীকার কাছে যেমন অজানা খনির পরশমণি হয়ে ওঠে, তেমনই তাঁর জীবনীতে জনশ্রুতি, গালগল্প, কিংবদন্তি থেকে বীরপূজামূলক বানানো-ফেনানো-রাঙানো শোনাকথানির্ভর লোকরঞ্জন উপাদান ভর করে । সেই ভারে নজরুলের রক্তমাংসের সজীবতা চাপা পড়ে যায়, জেগে ওঠে তাঁর অসাধারণ মূর্তি থেকে প্রতিমা। সেখানে স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক ভাবমূর্তির অভাব অত্যন্ত প্রকট । সেখানে তথ্যের অপ্রতুলতা সময়াম্ভ ম্বরে কমে আসে ঠিকই, কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় থেকে যায় মেঘে ঢাকা তারায় । সেদিক থেকে নজরুলের জীবনী লেখার সময় গোলাম মুরশিদ তাঁর জীবনের আলোতেই জীবনী লেখায় সক্রিয় হয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের জীবনী লেখার মধ্যে তাঁর আত্মজৈবনিক সৃষ্টির ধারার মতোই নজরুলের জীবনের উত্তরণের সোপানে মনোনিবেশ করেছেন । নজরুল জীবনী লেখার সময় তিনি যে-কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছিলেন, বইটি সম্পর্কে তা অকপটে ব্যক্ত করে তাঁর লক্ষ্য স্পষ্ট করে তুলেছেন । প্রথমেই তাঁর লক্ষ্য ছিল দীনহীন অসহায়তার মধ্যেও প্রতিকূলতা জয় করে কী করে নজরুল অতবড় একজন কবি সঙ্গীতকার হলেন, সে-বিষয়ে আলোকপাত করা । ব্যর্থতার সোপানেই সাফল্যের দিশায় জীবনীর আবেদন আপনাতেই প্রকাশমুখর হয়ে ওঠে। সেখানে গোলাম মুরশিদের লক্ষ্যভেদী অর্জুনের ছায়া ক্রমশ কায়া লাভ করে । অন্যদিকে নজরুল পলটনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কলকাতায় ফিরে আসার এক বছর নয় মাস পরে কী করে 'বিদ্রোহী' লিখলেন, সে-বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লণ্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'বেঙ্গলি' পত্রিকা থেকে ১৯১৬-১৯১৮ কালপর্বে প্রকাশিত শপাঁচেক নামের মধ্যে থেকে সৈনিক নজরুলের হদিশ দিয়েছেন গোলাম মুরশিদ । তৃতীয়ত, তিনি নজরুলের আপাতবিরোধী ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনও ঐক্যসূত্র আছে কিনা তার হদিশ দিতে চেয়েছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুলের লেখায় তাঁর অসম্প্রদায়িক প্রকৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কেউই তাঁকে মেনে নিতে পারেনি। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে দুই দিক থেকেই বিরূপ সমালোচনা নেমে আসে । আবার ধর্মীয় আধারে তীব্র সমালোচিত নজরুলকেই দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রহণে-বর্জনে মুসলিম সমাজই আপন করে নিয়েছে । তিনি যে ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানবতাবাদী একজন মানুষ, সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গোলাম মুরশিদ ।

অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার দিকে গোলাম মুরশিদের দৃষ্টি সক্রিয় হয়ে ওঠে । সেখানে মধুসূদনের মতো নজরুলের সাহিত্যেও আত্মজৈবনিক পরিসর ক্রমশ বিস্তার লাভ করে । সৃষ্টির অলৌকিক প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে এসে নজরুলের অসাধারণ প্রতিভার যোগসূত্রকে সময়ের ফসলে কীভাবে তাঁর বনেদি আভিজাত্য গড়ে উঠেছে, সে-বিষয়ে গোলাম মুরশিদ স্বাভাবিক ভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন । এছাড়া ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত নতুন তথ্যের আলোকে তাঁর নজরুল জীবনীকে আরও বেশি বস্তুনিষ্ঠ করায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন । সেক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার জন্য যে জীবনীকারের নিরাসক্ত ও মুক্ত মন জরুরি, সে-বিষয়ে তাঁর আত্মসচেতনতাও শেষে বেরিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে । শুধু তাই নয়, জীবনীটিতে কোনওভাবেই যাতে বীরত্বব্যঞ্জক বা অতিরঞ্জিত প্রভাবের লেশ না পড়ে, সেদিকেও তাঁর নির্মোহ প্রকৃতি প্রথম থেকেই সবুজ হয়ে উঠেছে। গোলাম মুরশিদের 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' বইটিতে দশটি অধ্যায়('জন্ম, পরিবার পরিবেশ', 'হাবিলদারের বিদ্রোহ', 'ক্ষণিকের ধূমকেতু, চিরদিনের আশা(লতা)', ঘর বাঁধার পথে', 'রাজনীতির চোরাবালিতে', 'রণক্লান্ত', 'স্বপ্ন ও বাস্তবতা', স্বেচ্ছানির্বাসন, 'আধ্যাত্মিকার পথে', 'নীরব কবি !' বর্তমান। সেখানে নজরুলের জীবনের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে তাঁর তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠতার প্রতি জীবনীকারের সজাগ দৃষ্টিই জীবনীটিকে বস্তুনিষ্ঠ করায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাতে নজরুলের কৃতিত্ব বা মহত্বকে নিবিড় করার চেয়ে তাঁর ব্যর্থতা ও অপারগতার সঙ্গে উত্তরণের সোপানে রক্তমাংসের মানুষের পরিচয়কে তুলে ধরার প্রয়াস বর্তমান । সেখানে নজরুলের প্রেমিক সত্তায় অসংখ্য নারীর সম্পর্কের কামগন্ধ নাহি তায় বলে দৈহিক সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়নি, সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবি হিসাবে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা সত্বেও ভোটে দাঁড়িয়ে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথাও অকপটে প্রকাশ করা হয়েছে । অন্যদিকে নতুন তথ্যের ক্ষেত্রেও গোলাম মুরশিদের সদর্থক প্রয়াস লক্ষণীয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অরুণকুমার বসু তাঁর নজরুল জীবনীতে নজরুলের আকস্মিক ভাবে অসুস্থ হওয়ার পর বাকি জীবনভর যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছেন, তার নাম জানাতে পারেননি। গোলাম মুরশিদ সে-বিষয়ে 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত নজরুল-জীবনী'তে পরিশিষ্টে স্বতন্ত্র ভাবে তার পরিচয় দিয়েছেন । তাতে দুটি স্বতন্ত্র লেখা বর্তমান । একটি 'প্রমীলার প্রতীক্ষা' এবং অন্যটি 'নজরুলের কী রোগ হয়েছিলো ?' । শেষেরটিতে ডাক্তার মহম্মদ নুরুল হকের সিদ্ধান্তকে গ্রহু করে গোলাম মুরশিদ সেই রোগের নাম জানিয়েছেন 'ডিমনেশিয়া অব লিউয়ী বডিস'(ঙ্গজ্রঙ্ক)।

জীবনের পরিচয়ে জীবনীর গুরুত্ব অপরিসীম । সেখানে খ্যাতির আলোয় জীবনের বর্ণরঙিন আলোর পরশ ছড়িয়ে পড়ে, প্রদীপের আলোর নীচে অন্ধকারে জীবনের মূলই অন্তরালে থেকে যায় । তাতে কল্পনার প্রসারিত আলোয় জীবনের আকাঁড়া সত্য কিংবদন্তি ও অতিরঞ্জনের শিকার হয়ে ওঠে । গোলাম মুরশিদ সেই সত্যের আলোতেই নজরুলকে জীবন্ত করতে চেয়েছিলেন । সেক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয়েই নজরুলকে তিনি আবিষ্কার করতে গিয়ে বিতর্কেও জড়িয়েছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুল জীবনী লেখার জন্য গোলাম মুরশিদ দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছেন । ২০১৮-তে বই প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই ২০১২-তেই তিনি সেই বিতর্কে জড়িয়েছেন । ১৬ সেপ্টেম্বরে সেটি প্রকাশ্যে আসে । 'নজরুল ইসলাম একটি আদর্শ জীবনীর খোঁজে' শীর্ষক বক্তৃতায় গোলাম মুরশিদের নজরুল ও তাঁর মা জাহেদা খাতুন ও স্ত্রী প্রমীলার চরিত্র হনন করে ভিত্তিহীন আপত্তিকর ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের অভিযোগে বিচার চেয়েছিলেন নজরুলের নাতনী খিলখিল কাজী। সেক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদনের নিকট আত্মীয়-স্বজন না থাকলেও নজরুলের অনেকেই জীবিত থাকায় গোলাম মুরশিদকে অনেক বেশি সচেতন পদক্ষেপ নিতে হয়েছে । এজন্য নজরুলের জীবনীটির প্রায় প্রতিটি পাতায় তথ্যসূত্রের পাদটীকার উপরে ভিত্তি করে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ নিখাদ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে হয়েছে । এতে জীবনীটি প্রকাশের পর সেই বিতর্ক আর মাথাচাড়া দেয়নি। বইটি প্রকাশের একবছর আগে ২০১৭-তে 'বইয়ের দেশ'-এর সাক্ষাৎকারেই গোলাম মুরশিদ তাঁর নজরুল জীবনীর স্বতন্ত্রতা বিষয়ে স্পষ্ট করে তোলেন 'আমার সার্বিক প্রয়াস কিংবদন্তি বর্জিত এবং নিরাসক্ত একটি নজরুল জীবনী রচনা করার, যার কোথাও বীরপূজার চিহ্নমাত্র থাকবে না । নজরুলের জীবন ঘিরে বহু মিথ, ভিত্তিহীন তথ্য ,কাহিনি মিশে আছে । সেগুলি একে-একে ছাড়িয়ে এগোবে আমার জীবনী।' সেখানে গোলাম মুরশিদের নিরলস গবেষণার সোনালি ফসল হিসেবে তাঁর নজরুল জীবনীটিও তাঁর অসামান্য উপহার । বিশেষ করে বাঙালির প্রশংসা ও নিন্দার বেপরোয়া প্রকৃতিতে নজরুলের মতো আবেগমথিত জনপ্রিয় কবির জীবনী রচনার পর যেভাবে তা সুধীমানসে নীরবতার মান্যতায় গ্রহণ করা হয়েছে, তাতেই গোলাম মুরশিদের অনন্য প্রয়াস প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের মানবিক সত্তার আলোয় তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা আরও বেশি স্বচ্ছ ও তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে উঠেছে । আর সেখানেই গোলাম মুরশিদের অনন্য কৃতিত্ব আমাদের চোখ খুলে দেয় । সেখানে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় কবির স্বীকৃতির চেয়ে সে দেশে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শে বাস্তবায়িত করা জরুরি । আদর্শের মধ্যেই তাঁর আসল স্বীকৃতি আপনাতেই আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। লোকে জানবে বাংলাদেশও কাজী নজরুল ইসলামের দেশ। যে দেশে তাঁর আদর্শকেই অমান্য করা হয়, সেখানে তাঁকে জাতীয় স্বীকৃতিও পরিহাস মনে হয়। জাতীয় কবির স্বীকৃতির সঙ্গে সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের নির্বিচারে নিরম্ভ ম্বর ধ্বংস করার আয়োজন দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে

শুভজিৎ বসাক

সারা বিশ্বে আগামী দিনে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে এমনই আশঙ্কার কথা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্প্রতি তাদের এক রিপোর্টে জানিয়ে পেশ করেছে যা মর্মস্পর্শী বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করাতে চলেছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বিশ্বের অন্তত ৩০ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের জীবনধারনের জন্য দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করারও ক্ষমতা নেই যেখানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে সব দেশগুলির থেকে আসা মানবিক সহায়তা (হিউম্যানিটারিয়ান এইড) ও অন্য সূত্রে প্রাপ্ত অনুদান থেকে তাদের মধ্যে ১৮ কোটি ৯৫ লক্ষ মানুষকে বাঁচার ন্যূনতম রসদ জোগানো সম্ভব। অতএব এটাই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে যে জীবনধারনের জন্য বাকি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের কথা বাদ দিলেও চলতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্তে ১১ কোটি ৫৬ লক্ষ মানুষ খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হতে চলেছে, যা মর্মস্পর্শী। এই প্রেক্ষিতে বিশ্বের কমবেশি ৪০ু মানুষ না খেতে পেয়ে দুর্দশার মুখোমুখি হচ্ছে জেনেও ক্ষমতাসীন দেশগুলো উদারতা দেখাতে সমর্থ নয় শুধুই আর্থিক অসঙ্গতির মুখোমুখি হয়ে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভাঁড়ারে টান পড়ছে- এমনই মতামত রাষ্ট্রসঙ্ঘের।

অথচ ২০২৪ সালের গোড়ায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে প্রকাশিত গ্লোবাল হিউম্যানিটারিয়ান ওভারভিউয়ে বিশ্বের কাছে আবেদন করা হয়েছিল যে অনাহারে বিশ্ববাসীর খাদ্য সংকট দূরীকরণে তাদের ন্যূনতম ৪৯.৬ বিলিয়ন ডলার (৪.২৯ লক্ষ কোটি টাকা) প্রয়োজন। সেখানে সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, মহাশক্তিধর দেশগুলির বদান্যতায় প্রয়োজনের মাত্র ৪৯ শতাংশ অনুদান এসেছে তাদের ভাঁড়ারে। একইসাথে এই নিয়ে টানা

দ্বিতীয় বছর রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভাঁড়ারে ঢুকল তাদের তরফে দেশগুলির কাছে চাওয়া অর্থের অর্ধেকেরও কম।

এই খাদ্যসংকটের জন্য সারা বিশ্বে চলমান ক্ষয়বাহী যুদ্ধের সাথে আমরাও সামিল হয়ে পড়েছি যেখানে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের তথ্যানুযায়ী, উৎপাদিত বিশ্বে এক বিলিয়ন টনের বেশি খাদ্য কখনই খাওয়া হয় না যা আমাদের প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী খাদ্য সরবরাহের এক-তৃতীয়াংশ ছুঁড়ে ফেলার সমান। একইসাথে এই অপচয় করা খাদ্য উৎপাদনের জন্য অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদও ব্যবহার করা হয় যেকারণে ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতিমধ্যেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিতে প্রভাব ফেলে এবং এরইসাথে বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন আগামী দশকে ১০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, যার ফলস্বরূপ ক্ষুধার হারের উপর সরাসরি প্রভাব পড়বে। পাশাপাশি রাষ্ট্রসঙ্ঘ উল্লেখ করেছে যদি নারী কৃষকদের সম্পদে তাদের পুরুষ সমকক্ষদের সমান সুযোগ দেওয়া যায় তবে বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ২০০ মিলিয়ন পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। এক্ষেত্রে মহিলা কৃষকেরা দরিদ্র দেশগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ খাদ্যের বৃদ্ধি, ফসল সংগ্রহ, প্রস্তুত এবং বিক্রিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারলেও লিঙ্গবৈষম্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব সামনে উঠে আসা শুধুই অন্যান্য রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে সমান্তরালে চলা অদেখা বিষয়গুলোও বৈশ্বিক পরিসরে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে, যা নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভবিষ্যতের জন্য সচেতন হতে হবে- এছাড়া বিকল্প পথ নেই।

নার্সিংহোমের রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত সিআইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: গত বুধবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডিউটি ছিল গাইনি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডঃ দিলীপ পালের। কিন্তু সেদিন তিনি ছিলেন বালিচক এলাকার একটি নার্সিংহোমে। প্রাইভেটে অপারেশন পর্যন্ত করেছেন সেখানে। অন্যদিকে তাঁর জায়গায় মেদিনীপুর হাসপাতালে অপারেশন করেছে জুনিয়র ডাক্তাররা। সিআইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা তা জানতে পেরে বৃহস্পতিবার বিকেলে পৌঁছন বালিচক এলাকার সেই গঙ্গা নার্সিংহোমে। সেদিনের রেজিস্টারে দেখলেন তাঁর উপস্থিতি। তারপরেই বাজেয়াপ্ত করা হল রেজিস্টার। সেই চিকিৎসক সাসপেন্ড হয়েছেন।

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সিনিয়র চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠে। রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে চিকিৎসকদের অনুরোধ, নির্দেশ, হুঁশিয়ারি সবটাই দেওয়া হয়েছে। তারপরেও কোনও রকম পরিবর্তন হয়নি। নিত্যদিনের অভিযোগ মতো সত্যিই-ঘটনার দিনে মেদিনীপুর হাসপাতালের ডিউটি ফেলে প্রাইভেটে নার্সিংহোমে চিকিৎসা করেছেন গাইনী বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডঃ দিলীপ পাল। তদন্তে নেমে সিআইডি তা জানতে পেরেছিল। তারপরেই বৃহস্পতিবার দুপুরের পর ডেবরা থানার অন্তর্গত বালিচক এলাকার সেই গঙ্গা নার্সিংহোমে হানা দেয় সিআইডি।

ওই নার্সিংহোমের মালিক বিদ্যুৎ পাল -সিআইডি তদন্তের পর সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকার করেছেন, ঘটনার দিন ওই ডাক্তারবাবু দু'টি অপারেশন করেছেন তাঁর নার্সিংহোমে। যা রেজিস্টারে উল্লেখ রয়েছে। তাই সিআইডি সেই রেজিস্টার তুলে নিয়ে গিয়েছে।' একই রকম ভাবে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বেশিরভাগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ রয়েছে। জুনিয়রদের দিয়ে হাসপাতাল চালানোর অভিযোগ প্রকট ভাবে তদন্তকারীদের সামনে এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রী এই ইস্যুতে ১২ জন চিকিৎসক ও জুনিয়র ডাক্তারকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেছেন। তারপরেই মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে অন্যরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সাসপেন্ড হয়ে যাওয়া হাসপাতাল সুপার জয়ন্ত রাউত বিকেলের পরেই হাসপাতাল চত্বর ছেড়েছেন। সেই সঙ্গে বাকি চিকিৎসকরা গা ঢাকা দিয়েছেন। জুনিয়র ডাক্তাররা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল মৌসুমী নন্দীর শরণাপন্ন হয়েছেন। তবে এই বিষয়ে কোনও রকম মন্তব্য করতে চাননি কেউই।

বাইক নিয়ে 'লেডি বার্ড' সাইকেল রাখলেন চোর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সামনেই বিয়ে। আত্মীয়রা ডেকে আইবুড়ো ভাত খাওয়াচ্ছেন। আর তা করতে গিয়েই বিপত্তি। বাইকে দাদার বাড়িতে গিয়েছিলেন হবু বর। কিছুক্ষণের ব্যাপার। তাই আর বাইক গ্যারেজে ঢোকাননি। বাড়ির সামনেই দাঁড় করিয়ে রাখেন। রাতে খাওয়ার পর কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি ফিরবেন! কিন্তু ঘর থেকে বেরোতেই চক্ষু চড়কগাছ। বাইক কোথাও নেই তাঁর। বরং যে জায়গায় বাইক স্ট্যান্ড করিয়েছিলেন, সেখানে একটি 'লেডি বার্ড' সাইকেল রেখে গিয়েছে চোর! আর সেই সাইকেলে চেপেই বাড়ি ফিরলেন হবু বর। ঘটনার শোরগোল চুঁচুড়া ইমামবাজার এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সৈয়দ মহম্মদ ওয়াসিমের বাড়ি হুগলী ইমামবাড়ায়। ২ ফেব্রুয়ারি তাঁর বিয়ে। ওয়াসিম জানান, 'বুধবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ ইমামবাড়ার আমার বড়দা সৈয়দ মহম্মদ মুকারমের বাড়িতে আইবুড়ো ভাত খেতে গিয়েছিলাম। বাইকটি বাড়ির বাইরে গলিতে রাখা ছিল। সেখানে আমার দুই দাদার বাইকও ছিল। খাওয়া দাওয়া করে রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ বাইরে বেরিয়ে দেখি বাইক নেই। পাশে একটা লেডিবার্ড সাইকেল রয়েছে।'

এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেন সৈয়দ। কেউ কিছু বলতে পারেন না। বাইকে হ্যান্ডেল লক করা ছিল। লক ভেঙে নিয়ে গিয়েছে বলে দাবি সৈয়দের। হুগলি চুঁচুড়া ব্যান্ডেল বিভিন্ন জায়গায় বিস্তর খোঁজাখুঁজি করা হয়। কিন্তু বাইকের সন্ধান মেলেনি। অগত্যা চোরের ফেলে যাওয়া সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরেন সৈয়দ। পুলিশকে জানানো হয়। চুঁচুড়া থানার পুলিশও খোঁজ করে। কিন্তু চোর বা বাইকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, একই সময়ে আরও একটি বাইক চুরির ঘটনা ঘটে ওই এলাকায়।

মেদিনীপুর মেডিক্যালে ফের স্যালাইন বিভ্রাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিষাক্ত স্যালাইন নিয়ে ফের উত্তেজনা ছড়ালো। হাসপাতালের ভেতরে থাকা ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে বিক্রি হওয়া স্যালাইন। সেই স্যালাইন কিনে রোগীর পরিবারের লোকেরা নার্সদের হাতে দেন। সেই স্যালাইন দেওয়ার আগে নার্সরা দেখেন স্যালাইনের মধ্যে ফাঙ্গাস রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা সেই দোকানে ফেরত দিতে পরিবারের লোকজনদের নির্দেশ দেন। পরিবারের লোকেরা জানান, হাসপাতালে ভেতরে থাকা ন্যায্য মূল্যের ওষুধ দোকান থেকেই তা বিক্রি করা হয়েছে। তারপরেই সেই স্যালাইনের বোতল নিয়ে বিক্ষোভ দেখান বাম যুবকর্মীরা। বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা এই ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালেই প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে সাহসপুর এলাকার বাসিন্দা সুদীপা দলুইকে ভর্তি করা হয়েছে মেদিনীপুর হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে। এরপরেই চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে স্যালাইন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সেইমতো বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী রোগীর পরিবারের লোকেরা হাসপাতাল চত্বরে থাকা ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে স্যালাইন কিনে নার্সদের দিয়েছিলেন। তারমধ্যে বেশ কিছু স্যালাইন ছিল। নার্সরা তা দেওয়ার আগে পরীক্ষা করতেই দেখা যায় সেই স্যালাইনের ভেতরে ছত্রাক রয়েছে। যে বিষাক্ত স্যালাইন নিয়ে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে সেই স্যালাইনই দেওয়া হয়েছে দোকান থেকে।

এই খবর সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতাল সুপারের রুমে সেই স্যালাইনের বোতল সহ চড়াও হয় বাম যুবরা। তুমুল বিক্ষোভের ফলে উত্তেজনা তৈরি হয় সেখানে। ওই সময় হাসপাতাল সুপার উপস্থিত ছিলেন না। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে ঘিরে বিক্ষোভ চলে দীর্ঘক্ষণ। তবে এই ঘটনার পর নিজের ভুল স্বীকার করেছেন ন্যায্য মূল্যে ওষুধ দোকানের কর্মী। মেদিনীপুর মেডিক্যালে দুর্ঘটনার পর যে স্যালাইন পুরোপুরি ব্যান করা হয়েছে তা কিভাবে সেই দোকান থেকে দেওয়া হল, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। দোকানের ওই কর্মী বলেন, প্যাকেটের মধ্যে থাকায় তিনি তা বুঝতে পারেননি। এই ঘটনা ঘিরে রীতিমতো উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হলে হাসপাতাল চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

বীরভূম বনবাণী চেতনার উদ্যোগে বোলপুর ডাকবাংলা মাঠে আয়োজিত ফুলমেলায় ফুলের বাহার।

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৫.০২.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ২৯.০১.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ০৫.০২.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]

সংশ্লিষ্ট ২,০৩,৫৭,৩২১.০০ টাকা (দুই কোটি তিন লাখ সাতান্ন হাজার তিনশ একুশ টাকা) ০৭.০২.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং মূল্য সহ দাবি নোটিশ ১২.০৬.২০১৩ অনুযায়ী জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স প্রতিভা রেফ্রিজারেশন সেন্টার, স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী অঞ্জনা দাস জামিনদাতা শ্রী ভিক্টর দাস**-এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
১,৩১,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ১৩,১০০.০০ টাকা
ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - ৫,০০০.০০ টাকা
জ্ঞাত দখলদারি সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
রেফ্রিজারেটর তসিবা (৫ টি), ওয়াশিং মেশিন তসিবা (৪ টি) এবং আরও ওয়াটার পিউরিফায়ার (৩টি) পুরানো তালিকাভুক্ত বিক্রি না হওয়া অস্থাবর সম্পত্তি।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

সংক্ষিপ্ত ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরেজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ১৭.০১.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ বর্ধমান — এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

TATA — টাটা ক্যাপিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
CIN: U65990MH1991PLC060670
ওয়েবসাইট: www.tatacapital.com
রেজিস্টার্ড অফিস: ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
ব্রাঞ্চ অফিস: [illegible], কলকাতা - ৭০০ ০১৩

দাবি নোটিশ

[illegible]

লোন অ্যাকাউন্ট নং (ক)	উত্তরাধী/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ) (খ)	মোট বকেয়া (টা.) নিম্নোক্ত তারিখ মতে (গ)	দাবি এবং দাবি নোটিশের তারিখ (ঘ)	সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ (ঙ)
১. টার্ম লোন অ্যাকাউন্ট নং ২১৮৩২২৪৪	১. মেসার্স এপিএল মেটালস লিমিটেড [illegible] ২. [illegible] ৩. এএমসি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড [illegible]	[illegible] ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া	দাবি নোটিশের তারিখ: ০৯.০১.২০২৫ এনপিএ এর তারিখ: ১৪.১২.২০২৪	(এখানে নিম্নে তফসিল এ -তে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।)

[illegible]

তফসিল – এ
মর্টগেজার এমএএস সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিবরণ :

সার্ভে/ডোর পাট্টা/খাতা নং	- - -
প্লট নং/ফ্ল্যাট নং	দশম ফ্লোর এবং একাদশ ফ্লোরে ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট নং এ, ৮৫৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা
পরিমাণ /সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি	৮৫৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা
স্থান/চিহ্নিত স্থান/এলাকার নাম, মহল্লা	'অরবিট ক্রিস্টাল' নামে পরিচিত এই কমপ্লেক্সে, যার পৌরসভা প্রেমিসেস নং ২৬বি (প্রেমিসেস নং ২৬বি এবং ২৬সি পুরাতন প্রেমিসেসগুলির একত্রীকরণের মাধ্যমে গঠিত), আলিপুর রোড, থানা আলিপুর, কলকাতা ৭০০০২৭, ওয়ার্ড নং ৭৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) এবং সেইসঙ্গে ৬টি পার্কিং স্পেস রয়েছে।
নগর/জেলা	দক্ষিণ ২৪ পরগনা
চৌহদ্দি :	
পূর্বে	প্রেমিসেস নং ২৬/সি, আলিপুর রোড দ্বারা
পশ্চিমে	প্রেমিসেস নং ৬ রোনাল্ডশে রোড দ্বারা
দক্ষিণে	প্রেমিসেস নং ১১ অশোক রোড দ্বারা
উত্তরে	প্রেমিসেস নং ২৪/৪, আলিপুর রোড দ্বারা

তারিখ : ১৭/০১/২০২৫ — টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্থান: মুম্বই — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন
পঞ্চাননতলা, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ, পব, পিন - ৭৪২১০১

অফিস প্রেমিসেসের লিজের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **করিমপুর, পরিমাণ ১৪০০ বর্গফুট থেকে ১৫০০ বর্গফুট (শাখার জন্য) কার্পেট এরিয়া একতলায় (অগ্রাধিকার) বা দোতলায় এবং ৬০ বর্গফুট থেকে ১০০ বর্গফুট (এটিএম-এর জন্য) কার্পেট এরিয়া একতলায় পার্কিং সুবিধা সহ ১৫ বছরের মেয়াদে** শাখা/অফিস স্থাপনের নিমিত্ত লিজের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তৈরি/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) দিতে ইচ্ছুক মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) টেন্ডার আহ্বান করছে।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম **১৬.০১.২০২৫ থেকে ০৫.০২.২০২৫ তারিখের মধ্যে ২৫০ টাকা** (অফেরতযোগ্য) ডিডি/আইওআই এর আকারে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে, বহরমপুরে** প্রদেয় হিসেবে দাখিল করে সংগ্রহ করতে পারেন। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০৬.০২.২০২৫ তারিখ। টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.indianbank.in থেকে।** ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

জেনাল ম্যানেজার (এজিএম)
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস বহরমপুর

Debaipur Samabay Krishi Unnayan Samiti Ltd.
Regd. No : 07/Msd, Date - 22/08/2023
Vill + P.O. - Debaipur, P. S. - Ranitala, District: Murshidabad

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং 1102 dated 18.12.2024 দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আগামী ইং ১৯.০২.২০২৫ তারিখ বেলা ১২ টায় Debaipur SKUS Ltd. - এর বিশেষ সাধারণ সভা, সমিতির অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির সকল সদস্য/সদস্যা-কে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিস্তারিত নির্বাচনসূচী তথা নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হইল।

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট : SCHEDULE FOR ELECTION:

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৯/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা১২ টা	Sri Amal Krishna Sarkar, Manager, Debaipur SKUS Ltd.
২.	ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ জমা	০৯/০১/২০২৫-২২/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	Sri Amal Krishna Sarkar, Manager, Debaipur SKUS Ltd.
৩.	ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানী	২৩/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	Sri Souvik Samanta, A.R.O, Debaipur SKUS Ltd.
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৪/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২ টা	Sri Amal Krishna Sarkar, Manager, Debaipur SKUS Ltd.
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি Distribution of nomination papers	২৫/০১/২০২৫-২৬/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	ঐ
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ Filing of nomination papers	২৬/০১/২০২৫-২৭/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	ঐ
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা Scrutiny of nomination papers	২৯/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত	Sri Souvik Samanta, A.R.O, Debaipur SKUS Ltd.
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ Publication of list of valid Nomination	২৯/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর	ঐ
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার Withdrawal of Candidature	৩০/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত	Sri Amal Krishna Sarkar, Manager, Debaipur SKUS Ltd.
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ Publication of final list of valid Candidates' after withdrawal	৩০/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩.৩০ টা	Sri Souvik Samanta, A.R.O, Debaipur SKUS Ltd.
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন Distribution of symbols (if required)	৩০/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৪ টা	ঐ
১২.	ভোট গ্রহণের তারিখ সময় এবং স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place of Poll	১৯/০২/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা পর্যন্ত	পরে জানা যাবে
১৩.	ভোট গণনা Counting of Votes	১৯/০২/২০২৫	সমিতির অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পরেই	পরে জানা যাবে
১৪.	ফল ঘোষণা Declaration of Result	১৯/০২/২০২৫	সমিতির অফিস	ভোট গননা শেষ হওয়ার পরেই	Sri Souvik Samanta, A.R.O, Debaipur SKUS Ltd.

ক) পরিচালকমন্ডলীর ০৬ (ছয়) টি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এরমধ্যে ২(দুই) টি আসন মহিলা সদস্যাদের জন্য ও ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি/উপজাতি সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্যপদের মেয়াদ ন্যূনতম ১ বৎসর হইতে হইবে। গ) আইনানুযায়ী পরিচালক (Director) নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুন U/S ৩২ (২), (৫) with Provisio: (৬) Sa), (b), (৭) and (৮) U / S ১৩৪ C (১০) (a), (b) and (১২) (c) of WBCS Act, 2006 as amended up to date. Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]

স্বাক্ষর - শৌভিকসামন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
দেবাইপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, দক্ষিণবঙ্গ
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন- ০৩৩-২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স- ০৩৩-২২৮৮-৪৩০২,
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ঠ-৪ [রুল৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ শাখার অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে ১০.০১.২০১১ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মিদ্দে ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড, ৭/১, আন্দুল রোড, (প্রথম ফ্লোর), রুম নং ১১, বকুলতলা, পোস্ট অফিস- ডিএস লেন, হাওড়া- ৭১১১০৩ এবং গ্যারান্টার হিসেবে রয়েছেন জনাব মহিউদ্দিন মিদ্দে, জনাব মফিজুল মিদ্দে এবং মিসেস রহিদা মিদ্দে, গ্রাম- পাঁচপাড়া (মাঝেরপাড়া), পোস্ট অফিস- রাধাদাসী, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১৩১৭ কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত ৩,৬৭,২৩,৫৩৪.৫৬ টাকা (তিন কোটি সাতষট্টি লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা মাত্র) এবং ১১.০১.২০১১** থেকে সুদ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **১৬.০১.২০২৫** তারিখে রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **৩,৬৭,২৩,৫৩৪.৫৬ টাকা (তিন কোটি সাতষট্টি লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি ১১.০১.২০১১** থেকে সুদ সেইসঙ্গে চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

'প্রথম ফ্লোরে ব্লক এ-তে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ৪০০১ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস'
উপরে বর্ণিত বন্ধকী সম্পত্তিটি মার্কেট কমপ্লেক্সের ব্লক এ-এর প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত, যা তিনটি বন্ধকী প্লটের উপর নির্মিত, যা ১৯৮৬ সালের স্বত্বাধিকার **দলিল নং আই-৪৯১ সাল- ১৯৮৬, আই-৪৯৩ সাল-১৯৮৬, এবং আই-৪৯৪ সাল- ১৯৮৬** অনুসারে যা এখানে নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে
১) ১৯৮৬ সালের স্বত্বাধিকার **দলিল নং ৪৯১, যা জনাব মহিউদ্দিন মিদ্দে পিতা-প্রয়াত সামসের আলী মিদ্দে-এর নামে সম্পত্তি সম্পর্কিত,** অর্থাৎ দাগ নং ৫, ৪৪/১২৭, ৪৪/১৩৩ এবং ৪৪/১৩৪, খতিয়ান নং- ৭ এবং ৯৩ এ অবস্থিত ৩টি কাঠা ১ ছটাক ২ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, হোল্ডিং নং ৭/১, আন্দুল রোড, থানা- শিবপুর (বর্তমানে এজেসি বোস বি গার্ডেন থানা), ডিএসআর এবং এডিএসআর হাওড়া।
২) **১৯৮৬ সালের স্বত্বাধিকার দলিল নং ৪৯৩, জনাব মফিজুল মিদ্দে পিতা- মহিউদ্দিন মিদ্দে-এর নামে সম্পত্তি সম্পর্কিত,** অর্থাৎ ৬ কাঠা ১৮ বর্গফুট জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার খতিয়ান নং ৭৬, দাগ নং ৯৩ এবং ৯৪, হোল্ডিং নং ৭, আন্দুল রোডে অবস্থিত, হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, থানা- শিবপুর (বর্তমানে এজেসি বোস বি গার্ডেন থানা), এডিএসআর এবং এসআর হাওড়ার আওতাধীন।
৩) ১৯৮৬ সালের স্বত্বাধিকার **দলিল নং ৪৯৪, যা মিসেস রহিদা বেগম স্বামী- মহিউদ্দিন মিদ্দে-এর নামে সম্পত্তি সম্পর্কিত,** অর্থাৎ দাগ নং ৯৩, ৯৪ এবং ৬, খতিয়ান নং ৭৬ এবং ৬, হোল্ডিং নং ৭, আন্দুল রোড, থানা শিবপুর (বর্তমানে এজেসি বোস বি গার্ডেন থানা), ডিএসআর এবং এডিএসআর হাওড়ায় অবস্থিত ৬ কাঠা ১০ ছটাক ৪ বর্গফুট জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

তারিখ: ১৬.০১.২০২৫, — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — এসবিআই এসএআরবি- দক্ষিণ বঙ্গ

ফর্ম নং ইউআরসি-২

[illegible]

...প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

ইনজেনিয়া টেক'এর পক্ষে
স্বা/-
রোহিত কুমার আগরওয়াল
অংশীদার
অভিনব জাজোদিয়া
অংশীদার
তারিখ ১৬ জানুয়ারি ২০২৫
স্থান - কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন
পঞ্চাননতলা, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ, পব, পিন - ৭৪২১০১

অফিস প্রেমিসেসের লিজের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **রঘুনাথগঞ্জ, পরিমাণ ১৪০০ বর্গফুট থেকে ১৫০০ বর্গফুট (শাখার জন্য) এবং ৬০ বর্গফুট থেকে ১০০ বর্গফুট (এটিএম-এর জন্য) কার্পেট এরিয়া একতলায় পার্কিং সুবিধা সহ ১৫ বছরের মেয়াদে** শাখা/অফিস স্থাপনের নিমিত্ত লিজের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তৈরি/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) দিতে ইচ্ছুক মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) টেন্ডার আহ্বান করছে।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম **১৬.০১.২০২৫ থেকে ০৫.০২.২০২৫ তারিখের মধ্যে ২৫০ টাকা** (অফেরতযোগ্য) ডিডি/আইওআই এর আকারে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে, বহরমপুরে** প্রদেয় হিসেবে দাখিল করে সংগ্রহ করতে পারেন। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০৬.০২.২০২৫ তারিখ। টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.indianbank.in থেকে।** ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

জেনাল ম্যানেজার (এজিএম)
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, বহরমপুর

---

mail : jayerskus61hg@gmail.com — Mobile : 7797744213

জায়ের সমবায় কৃষি উণ্ণয়ণ সমিতি লিমিটেড

Regd. No. - 61 H.G. :: Date: 16/06/1967
গ্রাম+পোস্ট- জায়ের; থানা- পান্ডুয়া; ব্লক- পান্ডুয়া; জেলা- হুগলী; পিন -৭১২১৫২ (পঃবঃ)

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জায়ের সমবায় কৃষি উণ্ণয়ণ সমিতি লিমিটেড -এর সকল সদস্যবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, রাজ্য সরকার-এর সমবায় দপ্তরের হুগলী রেঞ্জ কর্তৃক 25/07/2024 তারিখের 831 আদেশনামা বলে আগামী ইং-17/01/2025 তারিখে (বাং- ৩রা মাঘ, ১৮৩১) শুক্রবার সমিতির কার্যালয়ে নোটিশ বোর্ডে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হইবে।
সকল সদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানানো যাইতেছে যে , নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকার উপর আপত্তি জানানো এবং আপত্তির উপর শুনানী গ্রহণ করা হইবে।

জায়ের সমবায় কৃষি উণ্ণয়ণ সমিতি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্থানঃ- জায়ের, — স্বা/- SANDIP NIOGI (S.O.)
তারিখঃ- 17.01.2025 — SPECIAL OFFICER

নির্বাচন নির্ঘণ্ট (২য় পর্ব)

নং	বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
১	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	17.01.2025	সকাল ১২ ঘটিকায়	সমিতির কার্যালয়
২	খসড়া ভোটার তালিকার উপর আপত্তি গ্রহণের শেষ তারিখ	17.01.2025 থেকে 03.02.2025	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৩	আপত্তির শুনানী গ্রহণ	04.02.2025	সকাল ১২ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৪	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	07.02.2025	বেলা ১ টা	সমিতির কার্যালয়

স্বা/- অমল কুমার দাস
সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সমবায় আধিকারিক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়
ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)) **দখল নোটিশ** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**নিলয় কুন্ডু,** পিতা প্রয়াত শ্রী নীহার কুমার কুন্ডু, গীতা আবাসন, ৫মতল, হোল্ডিং নং ৯৫/৮৫/৯৬ , ডানলপ পাড়া, বাগ স্টেশন রোড, পো : কাঁচড়াপাড়া, থানা : বীজপুর, পিন : ৭৪৩১৪৫ এবং **শ্রীমতি তাপশ্রী কুন্ডু** স্বামী নিলয় কুন্ডু, গীতা আবাসন ৫মতল, হোল্ডিং নং নং ৯৫/৮৫/৯৬ , ডানলপ পাড়া, বাগ স্টেশন রোড, পো : কাঁচড়াপাড়া, থানা : বীজপুর, পিন : ৭৪৩১৪৫ । **শাখা : দ্বারবাসিনী।**	০৬.১১.২০২৪ এবং ১৬.০১.২০২৫	**২৩,৪৭,৮০১ টাকা** (তেইশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার আটশ এক টাকা) **১৬.০১.২০২৫** অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ **১৭.০১.২০২৫** থেকে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ, চার্জ এবং ব্যয় বহন করে সম্মত হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট জেএল নং ০৬,আরএস দাগ নং ৩০০৭, এলআর দাগ নং ৭০২৭, আরএস খতিয়ান নং ২৪৬৬,এলআর খতিয়ান নং ১৫৯৭৩, ১৭৪৫৭, সম্পত্তি নির্মিত গীতা আবাসন ৫মতল, (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) ফ্ল্যাট নং ২৬, হোল্ডিং নং নং ৯৫/৮৫/৯৬ , ডানলপ পাড়া, বাগ স্টেশন রোড, পো : কাঁচড়াপাড়া, থানা : বীজপুর, পিন : ৭৪৩১৪৫, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৫, ওয়ার্ড নং ০১, পশ্চিমবঙ্গ। হালিশহর পুরসভা অধীন। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** শান্তি রঞ্জন দাসের সম্পত্তি! **পশ্চিমে :** জমি দাগ নং ৩০০৮; **উত্তরে :** ১৫ ফুট সড়ক (ডানলপ পাড়া); **দক্ষিণে :** রেলওয়ে কলোনির সম্পত্তি।

তারিখ- ১৬.০১.২০২৫, স্থান- কাঁচড়াপাড়া — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বোমনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি: নং-৩৪ এইচ. জি. তাং-০১/০৩/১৯৬৪
গ্রাম- বোমনগর, পোঃ-আঁটপুর, থানা-জাঙ্গীপাড়া, জেলা-হুগলী

বোমনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন-২০২৪

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বোমনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমতি লিঃ এর সমস্ত/সদস্য/সদস্যাগণ কে জানান যাইতেছে যে আগামী ইংরাজির ০২/০৩/২০২৫ তারিখ, (বাংলা ১৭ ফাল্গুন) সকাল ১১ টায়, বোমনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয়ে নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক প্রতিনিধি/সদস্য/সদস্যাগণকে উপস্থিত হইয়া পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান্ কমিশান্ রেগুলেসান্ ২০১২ অনুসরণ করিয়া পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হইল।

আলোচ্যসূচি: পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন — তারিখ: ১১/০১/২০২৫ — স্থান: বোমনগর, হুগলী
স্বাঃ/- (ইন্দ্রনীল মোহান্ত) সমবায় পরিদর্শক জাঙ্গীপাড়া উন্নয়ন ব্লক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

১. পরিচালক পদের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য। পরিচালক পদের মোট সংখ্যা-১২। অসংরক্ষিত-৯, তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি পরিচালক পদ (সংরক্ষিত) -১, মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত) -২।

২. নির্বাচন সূচিঃ

ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৭.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা
২	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তি প্রদান	১৮.০১.২০২৫- ৩০.০১.২০২৫ (ছুটির দিন ব্যাতিত	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ৩ টা থেকে ৪ পর্যন্ত
৩	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তির শুনানি	৩১.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ১ টা হতে শুনানি শেষ হওয়া পর্যন্ত
৪	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০১.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ৩ টা
৫	মনোনয়নপত্র বিতরণ	০৪.০২.২০২৫- ০৫.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৬	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	০৪.০২.২০২৫- ০৫.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৭	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	০৭.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
৮	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ	০৭.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পর
৯	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	০৮.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	০৮.০২.২০২৫ তারিখ বিকাল ৩.০০ টার পূর্বে
১০	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৮.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	০৮.০২.২০২৫ বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত
১১	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	০২.০৩.২০২৫	বোমনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত
১২	ভোট গণনা	০২.০৩.২০২৫	বোমনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভোট গ্রহনের অব্যবহিত পর
১৩	ভোটের ফল প্রকাশ	০২.০৩.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	ভোট গণনার অব্যবহিত পর

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে। ৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক (কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন। ৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে। ৬. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন। ৭. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন। ৮. কোন সদস্য/ ভোটার/প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখঃ ১১/০১/২০২৫
স্থানঃ বোমনগর, হুগলী

স্বাঃ/- (আভিজিত বিশ্বাস ও ইন্দ্রনীল মোহান্ত)
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
বোমনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড,
কোল - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in
পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৭.১০.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী অ্যাগনেস শর্মিষ্ঠা দাস, নলিনি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং - ৭, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস নং ২৮, মহাত্মা গান্ধি রোড, পো. জোকা, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০১০৪ এবং হাউস নং ৩, ফার্স্ট লেন, সত্যেন পার্ক, রেল লাইন বাজার, পো. জোকা, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০১০৪** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৩,৯০,৯৬৩ টাকা (তেইশ লাখ নব্বই হাজার নশো তেষট্টি টাকা) এবং ০৮.১০.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২৩,৯০,৯৬৩ টাকা (তেইশ লাখ নব্বই হাজার নশো তেষট্টি টাকা) এবং ০৮.১০.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ,** ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ২০৫১০৪ থেকে ২০৫১৩৬, দলিল নং ১৬০৩০৭১৮৪-২০২৩ সালের, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর -৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
মালিক : শ্রীমতি আগনেস শর্মিষ্ঠা দাস।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৭, মোজাইক মেঝে দক্ষিণ-পূর্ব -পশ্চিম দিকে, চতুর্থ তলে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ লিভিং/ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লু সি এবং ১ বারান্দা উক্ত চারতলা ভবনে নাম **"নলিনী"**, এবং জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকারক সমন্বিত, আরএস দাগ নং ২৫৯১, আরএস খতিয়ান নং ২০০২ অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৮, মহাত্মা গান্ধি রোড, পো অফিস : জোকা, থানা : ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, কলকাতা ৭০০১০৪, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৪৩ অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, বেহালা,জেলা সাব রেজিস্ট্রার ২, আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :**
উত্তরে : মহাত্মা গান্ধি রোড; **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ২৫৯১ অংশ; **পূর্বে :** শ্রী ভূষণ নস্কর এরর জমি; **পশ্চিমে :** শ্রী প্রসেনজিৎ দে এর জমি।

তারিখ - ১৫.০১.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - বেহালা, কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তৃণমূল কর্মী খুন, দুই নেতার ওপর হামলায় মূল অভিযুক্তর খোঁজে ড্রোন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কালিয়াচকে তৃণমূল কর্মীকে খুন এবং দলের দুই নেতার ওপর হামলার অভিযোগে পুলিশ মূল অভিযুক্ত জাকির শেখের খোঁজ শুরু হল ড্রোন উড়িয়ে। বৃহস্পতিবার কালিয়াচকের বালুয়াচরা এলাকায় মূল অভিযুক্ত জাকির শেখকে খুঁজতে ড্রোন ওরালো পুলিশ। ড্রোন উড়িয়ে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক করা হয়েছে দুইজনকে। তৃণমূল কর্মী খুনে এখনো অধরা মূল অভিযুক্ত জাকির শেখ। ড্রোন উড়িয়ে বালুয়াচরা সহ একাধিক এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। প্রকাশ্যে তৃণমূল কর্মীকে খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার নিকাশিনালা ও রাস্তার শিলান্যাস অনুষ্ঠান ছিল কালিয়াচক থানার নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমিনপাড়া নয়াবস্তি গ্রামে। শিলান্যাস করে ফেরার সময় প্রকাশ্যে দুষ্কৃতীদের গুলিতে আতাউল হক নামে এক তৃণমূল কর্মীর খুন হন। গুলিবিদ্ধ এবং হামলায় আক্রান্ত হন নওদা যদুপুর তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির সভাপতি বকুল শেখ ও তার ভাই তথা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য এসারুদ্দিন শেখ। ঘটনার দুইদিন হয়ে গেলেও একজন আমীর হামজা গ্রেফতার হলেও মুল অভিযুক্ত জাকির শেখ পলাতক। এদিন জাকির শেখকে খুঁজতে ড্রোন উড়িয়ে পুলিশ খোঁজ শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, কালিয়াচক থানার শালেপুর গ্রাম। ২০১৬ সালে বকুল শেখ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে।এরপর গত বছর অক্টোবর মাসে জাকির শেখ ও তৃণমূলে যোগদান করেছিল। কিন্তু মাঝে দল পরিবর্তন করে কংগ্রেসে নাম লেখায় জাকির। এলাকার দখলদারি নিয়ে জাকির এবং বকুলের দীর্ঘদিনের বিবাদ। ২০১৬ সাল থেকে এই দু'জনের মধ্যে বিবাদ চলে আসছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি বাবলা সরকার খুনের এখনও কিনারা হয়নি। এরই মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে এই গুলির ঘটনা আতঙ্কে সাধারন মানুষ। উঠছে পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন।

আক্রান্ত তৃণমূল নেতা বকুল শেখের এক ভাই মহম্মদ আজমল বলেন, 'পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু মূল অভিযুক্ত এখনও গ্রেপ্তার হয়নি। অভিযোগ করলে অভিযুক্তরা প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। ওরা এলাকায় সন্ত্রাস চালাতে চাইছে।' কালিয়াচক ১ ব্লক সভাপতি সারিউল শেখ জানান, 'আমি জাকিরকে চিনি না। আগে ওর নাম শুনেছি। আমার সঙ্গে ওর পরিচয় আছে এই সব মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন তৃণমূল কর্মী খুন ও দুই নেতার ওপর হামলার ঘটনায় কালিয়াচকের বিভিন্ন জায়গায় ড্রোন উড়িয়ে মূল অভিযুক্তদের সন্ধান চালানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হবে।

থমকে 'গ্রিন গঙ্গাসাগর' অভিযোগ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের

বিপ্লব দাশ ● গঙ্গাসাগর

সাগর মেলা শেষ, বৃহস্পতিবার ঝাড়ু দিয়ে সাগরতট পরিষ্কার করলেন মন্ত্রী ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। কিন্তু প্রশ্নের মুখে 'গ্রিন গঙ্গাসাগর' মেলা।

গত দু'বছর ধরে গ্রিন গঙ্গাসাগর মেলার মান থমকে গিয়েছে। বেশ কয়েকবছর ধরে সাগর মেলার স্বচ্ছতার নজর দিয়েছিল প্রশাসন। এবার ব্যতিক্রমী দৃশ্য দেখা গেল সাগরের বালুতটে। প্লাস্টিক থেকে ময়লা আবর্জনা যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখা দিয়েছে। প্লাস্টিক ফ্রি মেলা বলা হলেও নজরদারি ও সচেতনতার অভাবে মেলার স্বচ্ছতার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সময়মতো প্রশাসন কাজে না নামার ফলেই মেলার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা।

গত ২৪ বছর ধরে গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কামদেবপুর রুলাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। মূলত পুণ্যার্থীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়ার কাজ করে চলেছে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ডাঃ এ জামান সংস্থার সম্পাদক সংবাদ মাধ্যমে মেলার স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'এই বছরের মেলার সঙ্গে অন্যান্য

বছরের ফারাক রয়েছে। গ্রিন বা স্বচ্ছ গঙ্গাসাগর যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছিল, গত দু'বছরে তা ধাক্কা খেয়েছে। প্রশাসনের গাফিলতিই এর মূল কারণ। তুলনামূলক ভাবে গঙ্গাসাগর মেলার যে স্বচ্ছতা থাকা দরকার তা এবার হয়নি। ২০২৩ সালের পর তার গতি বাড়েনি।'

এ প্রসঙ্গে প্রশাসনিক গাফিলতিকে দায়ী করলেন ডাঃ জামান। তিনি বলেন, 'প্রশাসন বেশ দেরিতে কাজে নেমেছে। বেশ কয়েকজন আধিকারিক যারা নতুন দায়িত্বে এসেছেন, তাঁরাও মেলার কাজ বুঝতে সময় নিয়েছেন।' এনিয়ে তিনি জেলাশাসকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, 'এই বছর জেলাশাসক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু এডিএম-এলআর তিনি ভীষণ ভাবে সহযোগিতা করায় শেষ মুহূর্তে মেলা স্বচ্ছতা বজায় রয়েছে।'

একই বক্তব্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কংগ্রেস সেবাদলের। গত চল্লিশ বছর ধরে গঙ্গাসাগর মেলার পরিষেবার কাজ করে চলেছেন কংগ্রেস সেবাদলের সদস্যরা। কংগ্রেস নেতা শেখ সামাদ বলেন, 'ভাঙনের কারণে এগিয়ে আসছে সাগর। পুণ্যার্থীদের ভিড় অনুযায়ী মেলার আয়তন কম। ফলে স্বচ্ছতা কাজ ভালো ভাবে করা যাচ্ছে না।'

কামদেবপুর রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ২৪ বছর ধরে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। ডাঃ জামান জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর মেলার পুণ্যার্থীর সংখ্যা বেশ কম। গত বছরে দু'-তিন দিনে পাঁচ থেকে ছ' হাজার পুণ্যার্থী চিকিৎসা পরিষেবা নিতেন। এবারের মেলায় গত দু'দিনে ৩৫০০ পুণ্যার্থী বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েছেন। ঠাণ্ডা সর্দি-কাশি, হাত-পায়ে ব্যথা, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট এই সমস্ত বিষয় নিয়ে পুণ্যার্থীরা চিকিৎসা নিতে আসেন। তবে হার্টের সমস্যা নিয়েও বেশ কিছু পুণ্যার্থী চিকিৎসা নিয়েছেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দত্তফুলিয়া শাখা
দত্তফুলিয়া রোড, পোস্ট ও থানা- দত্তফুলিয়া
জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৫০৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **০৭.০৩.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **৫১,০৯,৪৫০.০০ টাকা** (একান্ন লক্ষ নয় হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৪৭,২৫,০৩৩.৮১ টাকা + ৩,৮৪,৪১৬.১৯ টাকা) **১৫.০১.২০২৫ অনুযায়ী** বকেয়া এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দত্তফুলিয়া শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য ঋণগ্রহীতা- **মেসার্স কৃষ্ণা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী বাবলু ঘোষ,** গ্রাম - কুশাবেড়িয়া, পোস্ট - বারবেড়িয়া, পোস্ট - ধানতলা, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৫০১ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা: মেসের্স কৃষ্ণা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী: শ্রী বাবলু ঘোষ** গ্রাম- কুশাবেড়িয়া, পোস্ট- বারবেড়িয়া, পোস্ট- ধানতলা, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৫০১ **২) স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা: শ্রী বাবলু ঘোষ,** পিতা- বলাই চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম- কুশাবেড়িয়া, পোস্ট- বারবেড়িয়া, পোস্ট- ধানতলা, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৫০১ **৩) জামিনদার তথা বন্ধকদাতা:** **শ্রীমতী বন্দনা ঘোষ,** স্বামী- বলাই চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম - কুশাবেড়িয়া, পোস্ট- বারবেড়িয়া, পোস্ট- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৫০১ **৪) জামিনদার: শ্রীমতী মিঠু ঘোষ,** স্বামী- বাবলু ঘোষ, গ্রাম- কুশাবেড়িয়া, পোস্ট- বারবেড়িয়া, পোস্ট- ধানতলা, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৫০১ **খ) দত্তফুলিয়া শাখা**	**জমি এবং ভবন :** একতলা ভবন আরসিসি কাঠামো বসবাসের ভবন এরিয়া গ্রাউন্ড ফ্লোর-১০৬৬ বর্গফুট, ল্যান্ডমার্ক - কুশুবেড়িয়া কালী মন্দির এর নিকট জমিতে, মৌজা - কুশুবেড়িয়া, জেএল নং ৭৬,, মোট এরিয়া জমির ১৭ ডেসিমেল-এরথেকে ৫ ডেসিমেল জমি প্লট নং এলআর ১০৪৫ খতিয়ান নং এলআর ২৩৬০, দত্তফুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও- রানাঘাট-২, স্বত্ব / দান দলিল নং আই/১৩২৯ সাল-২০১৭, তারিখ ০৫.০৪.২০১৭, জমির শ্রেণি বাড়ি, **বাবলু ঘোষের নামে** এবং জমির এরিয়া ১২ ডেসিমেল, প্লট নং এলআর ১০৪৬, খতিয়ান নং এলআর ২২৮৮, দত্তফুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও- রাণাঘাট-২, স্বত্ব / দান দলিল নং আই/৩৮১০ সাল-২০২০, তারিখ ২৫.১১.২০২০, জমির শ্রেণি - বাড়ি, **বন্দনা ঘোষের নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :-** উত্তরে - সড়ক ; দক্ষিণে - নব কুমার প্রামাণিকের সম্পত্তি; পূর্বে - বাবলু ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে - কার্তিক দত্ত এর সম্পত্তি।	**৫১,০৯,৪৫০.০০ টাকা** (একান্ন লক্ষ নয় হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৪৭,২৫,০৩৩.৮১ টাকা + ৩,৮৪,৪১৬.১৯ টাকা) **১৫.০১.২০২৫ অনুযায়ী** বকেয়া এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ৪৩,৫৫,০০০.০০ টাকা** (তেতাল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৪,৩৫,৫০০.০০ টাকা** (চার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30193114718** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ০৭.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **(https://baanknet.com)** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**

দরদাতাদের (https://baanknet.com) ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৫.০১.২০২৫ / স্থান : দত্তফুলিয়া — **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.
রেজি. অফিস - রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস - রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ১ম তল, ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ (জি.পি.ও.-র বিপরীতে)
ফোন নং (০৩৩) ২২৬২-২৭৫১/২৭৫২/২৬৩৩, শাখার ইমেল আইডি : **kolkata@gichfindia.com**, রচনা দুগার : ৯৬৯৪০১৯৫০০

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ : ০৪.০২.২০২৫/টেন্ডার জমার শেষ তারিখ : ০৩.০২.২০২৫

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. (জিআইসিএইচএফএল) এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীন নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন। যেহেতু ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৪ ধারা এবং ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ক্রম নং	লোন ফাইল নং/ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম/শাখার নাম	সম্পত্তির ঠিকানা/সম্পত্তির এরিয়া (বিল্ট আপ বর্গফুট)	দাবি নোটিশ ইস্যুর তারিখ	স্বত্ব দখলের তারিখ	১৭.০১.২৫ অনুযায়ী মোট বকেয়া পরিমাণ (পিওএস, সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	**WB0070610001425** সুতপা ভট্টাচার্য এবং নাসির মহদ।	ভবনের নাম : হাউস নং ২, ৩য়তল, প্লট নং ১৭আর, স্ট্রিট -ডোভার টেরেস, সেক্টর ওয়ার্ড নং ৮৫, চিহ্নিত স্থান : গড়িয়াহাট থানার নিকট, গ্রাম : গড়িয়াহাট, স্থান : গড়িয়াহাট মার্কেট, তালুক : কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭০০০১৯। থানা : গড়িয়াহাট (সম্পত্তির এরিয়া ৫৭৬ বর্গফুট বিল্ট আপ)।	০৭.১০.২০১৫	২৭.১০.২০২৩	৮৫,১৭,৭৯৫/-	৩৪,২০,০০০/-
২.	**WB0070610002631** বাপী প্রধান এবং প্রিয়াঙ্কা প্রধান	ভবনের নাম : দক্ষিণেশ্বরী অ্যাপার্টমেন্ট, হাউস নং এফএল-এফ-২, হোল্ডিং ১১৪১/২, ৪র্থতল, প্লট নং প্রেমিসেস নং ২৯, স্ট্রিট নাম : শ্রীগোপাল মল্লিক রোড, মিলনী খেলার মাঠ, গ্রাম আড়িয়াদহ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭০০০৫৭, থানা : বেলঘড়িয়া (সম্পত্তির এরিয়া ৫২০.৫৬ বর্গফুট বিল্ট আপ)।	১৫.০৫.২০১৮	৩০.১০.২০২৩	২৭,৪৮,৭২০/-	১২,০৬,৩৬৩/-
৩.	**Wb0070610002901** সুদীপ পুতুতুন্ড এবং তৃষা মুখার্জি	ভবন নাম : লারিকা টাউনশিপ, হাউস নং ৯/১০১, একতলা, প্লট নং ১২৪৭ ১১০১ ১৫২৯ ১৫১৪ , স্ট্রিট নাম : বারাসত -বারাকপুর রোড, স্ট্রিট নং সেক্টর ওয়ার্ড নং ৫, চিহ্নিত : লারিকা টাউনশিপ এ, গ্রাম : বালুরিয়া, স্থান : নবপল্লি, তালুক : বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭০০১২৬, থানা : বারাসত, (সম্পত্তির এরিয়া : ৪৮৩.৭১ বর্গফুট বিল্ট আপ)।	২৮.০৩.২০২২	০৭.১১.২০২৩	১৭,৯৮,০৪১/-	১২,৯০,৩৮৫/-
৪.	**Wb0070610002996** সিদ্ধার্থ সাহা এবং মৌসুমী দে	ভবন নাম : হোল্ডিং নং ১৮। হাউস নং ৬, ৩য়তল, প্লট নং দক্ষিণ মুখী, স্ট্রিট : আগরপাড়া, সেক্টর ওয়ার্ড নং ২৪, চিহ্নিত : তারাপুকুর মিতালী সংঘ এর নিকট, গ্রাম : তারাপুকুর, স্থান : আগরপাড়া, তালুক : খড়দহ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭০০১০৯ , থানা : খড়দহ, (সম্পত্তির এরিয়া ৩৮৬.৩৩ বর্গফুট বিল্ট আপ)।	২৪.১১.২০২২	০৭.১১.২০২৩	১৮,১১,৬০৩/-	১০,১৪,৬৪৫/-
৫.	**Wb0070610003045** রেহাউদ্দিন মোল্লা এবং তুহিনা পারভিন মন্ডল	ভবন নাম : হালদার অ্যাপার্টমেন্ট, হাউস নং এফ-১১, এলআর দাগ নং ২৮৭, ৫ম তল, প্লট নং এলআর খতিয়ান নং ৮৬৩২, ৮৬৩৩, স্ট্রিট : মল্লিকপাড়া হায়দার মোড়, স্ট্রিট সেক্টর ওয়ার্ড নং ১৯, চিহ্নিত : চণ্ডীতলা হসপিটাল, গ্রাম : মৃগলা, স্থান : মৃগলা, তালুক : ডানকুনি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭১২৩১১, থানা : ডানকুনি (সম্পত্তির এরিয়া ৬৬৭ বর্গফুট বিল্ট আপ)	০২.১২.২০২২	২২.০৩.২০২৩	২৪,৩১,৬৬৫/-	১৫,৫৫,০৯২/-
৬.	**Wb0070110001899** দেবাশিস মন্ডল এবং ইপ্সিতা চৌধুরী	ভবন নাম : রীতা অ্যাপার্টমেন্ট, হাউস নং ফ্ল্যাট বি৩/৮, ৪র্থ তল, প্লট নং হোল্ডিং নং ৪১৩/সি/২২, স্ট্রিট : কলেজ পাড়া, সেক্টর ওয়ার্ড নং ০৭(উ)স ১১ (ও), চিহ্নিত : এপিসি কলেজের নিকট, গ্রাম : সোদপুর রোড, স্থান : নিউ বারাকপুর, তালুক : মৌজা : মাসুন্দা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭০০১৩১, থানা : খড়দহ, (সম্পত্তির এরিয়া ৬৭৪.০৭ বর্গফুট বিল্ট আপ)।	১৪.০৭.২০১৭	১১.০৪.২০১৯	৪৬,৪৭,১১৮/-	১৩,৬০,০০০/-

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়- ০৪.০২.২০২৫ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয় অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ০৩.০২.২০২৫ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার আগে।

উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যেমন আছে তেমন আছে"** ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অকশনে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ

১. ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' রিকোর্স ব্যতীত এবং 'অনলাইনে'** পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী "মেসার্স.৪ ক্লোজার" এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ।
২. ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে/ এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা হতে পারে পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ৬০৫এ, ৭ম তল মৈত্রীভনম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলিঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম- ৮১৪২০০০০৬৪/৬৬, শ্রী প্রকাশ, ৮১৪২০০০০৬৪, prakash@bankauctions.in থেকে। সম্পত্তি সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের যোগাযোগ টেলিফোন নম্বর (০৩৩) ২২৬২-২৭৫১, রচনা দুগার- ৯৬৯৪০১৯৫০০
৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি অ্যাক্ট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।
৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।
৫. ইচ্ছুক দরদাতা জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।
৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশ বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ- ব্যাঙ্কের নাম- ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এ/সি নং- ০০৫১১১০১০০০০০৩৯-এ/সি নাম- জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. অকশন এ/সি, শাখার নাম- এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা : ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লেমেশ নরিম্যান পয়েন্ট মুম্বই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১ আইএফএসসি কোড : UBIN0800511।
৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।
৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে "অনলাইনে" জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।
১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।
১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫ শতাংশ জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।
১২. দরদাতারা "ক্যাভিট এম্পটর" (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।
১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক ।
১৪.. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।
১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধক্দাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-অকশন বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।
১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।
১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয় । **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি** ব্যতীত ভিত্তিতে সম্পত্তি নিলাম করা হবে।
১৯. কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা বিক্রির পূর্বে চুক্তি মোতাবেক বকেয়া, ব্যয়, সুদ ১৫ শতাংশ হারে বিক্রয় ঘোষণার তারিখ থেকে এবং ৫ শতাংশ ক্রয় মূল্য (বিক্রয়ের পর সফল ডাকদাতাকে প্রদেয়) এবং বিক্রয় বাতিলের জন্য জিআইসিএইচএফএল এর নিকট প্রস্তাব দেয় তবে জিআইসিএইছএফএ প্রস্তাব গ্রহণ পরিমাণ করবে এবং বন্ধকদাতাকে দখল দেবে।
২০. সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে বিক্রয় নোটিশের নিয়ম এবং শর্ত অনুযায়ী ২৫ শতাংশ (বায়না জমা সহ) বিক্রয়ের অব্যবহিতভাবে দাখিল করতে হবে এবং ডাক পরিমাণের অবশিষ্ট পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে সম্প্রসারিত সময়ে প্রদান করতে হবে (এ ও এবং সফল ডকদাতা)। যাহোক, অনুমোদিত অফিসার বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩০ দিনের অতিক্রান্তে বিক্রয় শংসাপত্র নিশ্চিত করবেন এবং কোনও কারণেই বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তের পূর্বে বিক্রয় নিশ্চিত করা যাবে না। সম্পূর্ণ পরিমাণ আদায়ের পরই বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে এবং বিক্রয় শংসাপত্র ইস্যু করতে হবে।
২১. ন্যূনতম ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০ টাকা।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে
সম্পত্তির বিক্রয়ের বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ বিবরণ দেখতে অনুগ্রহ করে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক মেসার্স ৪ ক্লোজার এর অনুমোদিত ওয়েবসাইট এবং ওয়েবসাইট : https://bankauctions.in।

তারিখ : ১৭.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

GIC HOUSING FINANCE LTD.
GIC HOUSING FINANCE LTD.
CORPORATE OFFICE / HEAD OFFICE : GICHFL, National Insurance Building 6th Floor, 14, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai – 400020. Tel No- 022-43041900. Email: investors@gichf.com, corporate@gichf.com Website : www.gichfindia.com
• SILIGURI BRANCH ADDRESS : 3rd Floor, Bharat Bhawan, Hill Cart Road, Landmark - Near Sevoke More, Siliguri : 734 001.
Branch Mail Id: siliguri@gichfindia.com Contact Details: Souradip Nandy / 8017453192

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ : ১৮.০২.২০২৫/টেন্ডার জমার শেষ তারিখ : ১৭.০২.২০২৫

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. (জিআইসিএইচএফএল) এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীন নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন। যেহেতু ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৪ ধারা এবং ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ক্রম নং	লোন ফাইল নং/ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম/শাখার নাম	সম্পত্তির ঠিকানা/সম্পত্তির এরিয়া (বিল্ট আপ বর্গফুট)	দাবি নোটিশ ইস্যুর তারিখ	স্বত্ব দখলের তারিখ	১৭.০১.২৫ অনুযায়ী মোট বকেয়া পরিমাণ (পিওএস, সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	**Wb0840600000041** তন্ময় মৌলিক/ পাপিয়া কুন্ডু/ শিলিগুড়ি	ভবন নাম : বাস্তু বিহার, হাউস নং এসই-৭৮, একতলা, প্লট নং : এলআর ৩৩৯, স্ট্রিট : মিরিক রোড খাপ্রিয়াল, স্ট্রিট নং নেই, সেক্টর ওয়ার্ড নং নেই,চিহ্নিত : খাপ্রিয়াল বাজার এর নিকট, গ্রাম : মাটিগাড়া, স্থান : মাটিগাড়া, তালুক : মৌজা : পাঁচকুলগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭৩৪০১০, থানা : মাটিগাড়া (সম্পত্তির এরিয়া : ৮৫০ বর্গফুট বিল্ট আপ)।	১২.০৯.২০২৩	২৮.১০.২০২৪	২৮,০৪,৭৪৫/-	২২,৫০,০০০/-

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়- ১৮.০২.২০২৫ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয় অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ০৩.০২.২০২৫ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার আগে।

উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যেমন আছে তেমন আছে"** ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অকশনে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ

১. ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' রিকোর্স ব্যতীত এবং 'অনলাইনে'** পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী "মেসার্স.৪ ক্লোজার" এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ।
২. ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে/ এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা হতে পারে পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ৬০৫এ, ৭ম তল মৈত্রীভনম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলিঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম- ৮১৪২০০০০৬২/৬৬, শ্রী প্রকাশ, ৮১৪২০০০০৬৪/৮১৪২০০০৭২৫, prakash@bankauctions.in থেকে। সম্পত্তি সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের যোগাযোগ টেলিফোন নম্বর (০৩৩) ২২৬২-২৭৫১, রচনা দুগার- ৯৬৯৪০১৯৫০০
৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি অ্যাক্ট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।
৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।
৫. ইচ্ছুক দরদাতা জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।
৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশ বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ- ব্যাঙ্কের নাম- ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এ/সি নং- ০০৫১১১০১০০০০০৩৯-এ/সি নাম- জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. অকশন এ/সি, শাখার নাম- এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা : ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লেমেশ নরিম্যান পয়েন্ট মুম্বই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১ আইএফএসসি কোড : UBIN0800511।
৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।
৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে "অনলাইনে" জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।
১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।
১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫ শতাংশ জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।
১২. দরদাতারা "ক্যাভিট এম্পটর" (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।
১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক ।
১৪.. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।
১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধক্দাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-অকশন বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।
১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।
১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয় । **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি** ব্যতীত ভিত্তিতে সম্পত্তি নিলাম করা হবে।
১৯. কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা বিক্রির পূর্বে চুক্তি মোতাবেক বকেয়া, ব্যয়, সুদ ১৫ শতাংশ হারে বিক্রয় ঘোষণার তারিখ থেকে এবং ৫ শতাংশ ক্রয় মূল্য (বিক্রয়ের পর সফল ডাকদাতাকে প্রদেয়) এবং বিক্রয় বাতিলের জন্য জিআইসিএইচএফএল এর নিকট প্রস্তাব দেয় তবে জিআইসিএইছএফএ প্রস্তাব গ্রহণ পরিমাণ করবে এবং বন্ধকদাতাকে দখল দেবে।
২০. সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে বিক্রয় নোটিশের নিয়ম এবং শর্ত অনুযায়ী ২৫ শতাংশ (বায়না জমা সহ) বিক্রয়ের অব্যবহিতভাবে দাখিল করতে হবে এবং ডাক পরিমাণের অবশিষ্ট পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে সম্প্রসারিত সময়ে প্রদান করতে হবে (এ ও এবং সফল ডকদাতা)। যাহোক, অনুমোদিত অফিসার বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩০ দিনের অতিক্রান্তে বিক্রয় শংসাপত্র নিশ্চিত করবেন এবং কোনও কারণেই বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তের পূর্বে বিক্রয় নিশ্চিত করা যাবে না। সম্পূর্ণ পরিমাণ আদায়ের পরই বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে এবং বিক্রয় শংসাপত্র ইস্যু করতে হবে।
২১. ন্যূনতম ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০ টাকা।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে
সম্পত্তির বিক্রয়ের বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ বিবরণ দেখতে অনুগ্রহ করে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক মেসার্স ৪ ক্লোজার এর অনুমোদিত ওয়েবসাইট এবং ওয়েবসাইট : https://bankauctions.in।

তারিখ : ১৭.০১.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

মোহনবাগানে নির্বাচনের দামামা, ১৮ জানুয়ারি এজিএম ঘোষণা হতেই সক্রিয় বিরোধী শিবির

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

নতুন বছর। নতুন মিশন। নতুন করই অঙ্ক কষা। তা হবেই। কারণ, মোহনবাগান নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে। ১৮ জানুয়ারি মোহনবাগানের বার্ষিক সাধারণ সভা। ওই দিনই ঘোষণা হতে পারে বাগানের নির্বাচন প্রক্রিয়াও। এরমধ্যেই পালে হাওয়া লাগাতে নতুন চাল দিয়ে দিয়েছেন সচিব দেবাশিস দত্ত। সটান সৈয়দ কিরমানিকে হাজির করিয়ে ঘটা করে ক্রিকেটের উন্নতিসাধনে মন বসিয়েছেন। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের ডেকে এনে সংবর্ধিতও করে দিয়েছেন। তবে সেখানেও বিতর্ক। ডাকাই হয়নি নাকি অধিকাংশকে। সেদিনই ঘোষণাও করে দিয়েছেন চুনী গোস্বামীর জন্মবার্ষিকীতেই প্রতি বছর ১৫ জানুয়ারি পালিত হবে ক্রিকেট দিবস। তিনিই যেন ক্লাবের মালিক! হাবভাব তেমনই। তিনি ভালভাবেই জানেন যদি তাঁর অতি বড় 'শত্রু' কেউ থেকে থাকে, চেয়ার টলাতে পারে তবে তিনি প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোস। তাই চিঁড়ে যাতে ভেজে সে'কারণেই তাঁকে সেরা ক্রিকেট প্রশাসকের সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন দেবাশিস দত্ত যাতে সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙে। কিন্তু বরফ গলায় নয়। সৃঞ্জয় বোস সংবর্ধনা নিতে যাচ্ছেন না। বরং শীতের আবহেও ঠান্ডা যুদ্ধে গরম হাওয়া। এজিএমের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই ভবানীপুরে তড়িঘড়ি সভা ডেকেছিলেন। কিন্তু জানাজানি হতেই তার স্থান বদলে ফেলেন। চলে যায় চাঁদনী চকের সামনে এক সংবাদমাধ্যমের অফিসে। যার সম্পাদক স্বয়ং সৃঞ্জয় বোস। সেখানেই সদস্যদের মোবাইল ফোন বন্ধ রেখে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় সংবাদমাধ্যমের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। ফলে রাজনৈতিক চাপে খেলা না ঘুরলে দত্ত বনাম বোস লড়াই যে আসন্ন, তা বলাই যায়। সেই সভায় হাজির যেমন সৃঞ্জয় ঘনিষ্ঠরা। তেমনই এসেছিলেন দেবাশিস দত্তের ঘোর বিরোধীরা। সৃঞ্জয় বোস তো ছিলেনই, সেইসঙ্গে ছিলেন সিদ্ধার্থ (পপ) রায়, সঞ্জয় (বাপ্পা) ঘোষ, মিন্টু বাগরা। মাস্টারমাইন্ড হয়ে সভা পরিচালনা করেন দেবাশিস দত্তদের বোর্ডে থাকা কুণাল ঘোষ। প্রায় ২০০ সদস্য হাজির হন সব নিয়ে। ঠিক হয়েছে, এজিএমের দিনই দাবি করা হবে নির্বাচনের। সূত্রের খবর, সেখানে হাজির থাকার কথা সভাতেই জানিয়েছেন সৃঞ্জয় বোস। তবে জানা গেছে, কুণাল ঘোষ পরিচালনা করলেও, তিনি সরাসরি প্যানেলে লড়াইয়ে যাবেন না।

মোহনবাগানে বোস পরিবারের অবদান ভোলার নয়। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে সৃঞ্জয় বোস। টুটু বসুই ছিলেন মোহনবাগানের অভিভাবক। ত্রাতা। টুটু বসু মানে মিথ। টুটু বসু মানে একটা অধ্যায়। সেই টুটু বসুকে নামকা ওয়াস্তে সভাপতি করে রেখে বাগান সদস্যদের কাছে কাছের মানুষ হতে চেয়েছেন এতদিন দেবাশিস দত্ত। কিন্তু তাকে যেভাবে বঞ্চনা করা হয়েছে, তা ভালভাবে নেয়নি কেউই। একটা সময় টুটু বসুকেই 'গৌরী সেন' বলা হত। যখন তুমুল অর্থ সঙ্কট, সেইসময় টুটু বাবুই নিজের উদ্যোগে অর্থ দিয়ে দলগঠন করতেন। এমনকি নামী বিদেশীদের নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্লাবের বাজেট বহির্ভূত অর্থ আসত টুটুর পকেট থেকে।যখন ক্লাবকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয় তখনও টুটু বসুই ২ কোটি টাকা দিয়ে ক্লাবকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। চিমা ওকোরি, ব্যারেটো, এমনকি সোনি নর্ডিকে নেওয়ার ক্ষেত্রেও টুটু বসুর অবদান ভোলার নয়। সেই টুটু বসুই সচিব হওয়ার পর, ছেলে সৃঞ্জয় বসুকে চেয়ার ছেড়ে দেন।

বেলেঘাটায় ভেঙে পড়া অমর একাদশের মূর্তি সংস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সমর্থকদের কাছে মোহনবাগান 'মা' সমান। আর সবুজ মেরুনের গর্বই ইংরেজদের হারিয়ে ঐতিহাসিক শিল্ড জয়। সেই অমর একাদশের মূর্তিই কিনা অবহেলায় ভেঙে পড়েছিল। সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি প্রকাশ হতেই হইচই। অবশেষে বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পরেশ পালের প্রতি বেলেঘাটার মোহনবাগান ক্লাবের সদস্যদের অনুরোধে মোহনবাগানের অতীতের দিকপাল খেলোয়াড়দের মূর্তি সুভাষ মেলা কমিটির পক্ষ থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। সেখানে মোহনবাগান ক্লাব সদস্য মিন্টু বাগ, সৌভিক ব্যানার্জি, সনৎ বেরা, প্রাক্তন ফুটবলার মোহনবাগানের সুখেন সেনগুপ্ত ও বেলেঘাটার সব সদস্যরাই যেন প্রাণ ফিরে পেলেন।

নতুন বছরে প্রথম ড্রোন হামলা পশ্চিম ইম্ফলে

ইম্ফল, ১৬ জানুয়ারি নতুন বছর শুরুর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই ফের অশান্তি মণিপুরে। বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে ড্রোন-হামলা হয়েছে পশ্চিম ইম্ফলের কাংচুপ ফায়েং গ্রামে। ড্রোনের সাহায্যে ফেলা হয়েছে পর পর দু'টি বোমা। চলতি বছরে মণিপুরে এটিই প্রথম ড্রোন হামলা। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ কাংচুপ ফায়েং গ্রামের অস্থায়ী পুলিশ ব্যারাক থেকে মাত্র ১৫ ফুট দূরে ওই ড্রোন হামলা হয়েছে। বিস্ফোরণের স্থল থেকে বোমার প্রপেলার খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। বুধবার ঘটনাস্থল সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে পৌঁছয় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল। তবে ওই ঘটনায় কেউ আহত হননি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কাংচুপের বাসিন্দা অজিত জানাচ্ছেন, গত ১১ নভেম্বরের পর থেকে ওই এলাকায় আর কোনও ড্রোন হামলা হয়নি। তবে গত তিন দিন ধরেই এলাকায় বেশ কয়েকটি ড্রোন উড়তে দেখেছিলেন স্থানীয়েরা। তাঁরা ভেবেছিলেন ওগুলি নজরদারি ড্রোন। কিন্তু ওই ড্রোনের মাধ্যমেই নিক্ষেপ করা হয় বোমা।

অন্যদিকে, বুধবার বিষ্ণুপুর জেলার আইগেজাং এবং লেইমারাম ওক-চিংয়ের সীমানা এলাকা থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর যৌথ দল। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি স্নাইপার রাইফেল, একাধিক সেল্ফ লোডিং রাইফেল, ৩৬টি গ্রেনেড এবং একটি মর্টার টিউব লঞ্চার। অশান্তির আশঙ্কায় শনিবার থেকে কার্ফু জারি করা হয়েছে কাংপোকপি জেলার গেলজাংয়ে।

গত বছরের মে মাস থেকে মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ঘিরে উত্তপ্ত মণিপুর। মাঝে কিছু দিন বিরতির পর গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একাধিক বাড়িঘর। দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে মণিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ের পাশাপাশি রাজ্যের বেশ কয়েক জন বিধায়কের বাড়িতে হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা। মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের বাড়ির অদূরে বোমা উদ্ধার হয়। এই আবহে গত ৩১ ডিসেম্বর মণিপুরের অশান্তির জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চান মুখ্যমন্ত্রী। যা ঘটেছে, তা ভুলে গিয়ে নতুন করে শুরু করার কথা বলেন তিনি। তাঁর আশা, চলতি বছরে শান্তি ফিরবে মণিপুরে। তবে এর মধ্যেও বার বার অশান্তি ছড়াচ্ছে মণিপুরের বিভিন্ন প্রান্তে।

TENDER NOTICE

N.I.T. No. 02 of 2024-2025 of the Assistant Engineer (A-I), Katwa (Agri-Irrigation) Sub-Division

On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 02 (Two) groups for **Gr-(A)** Repairing and rewinding of 3 nos 15 H.P Submersible Motor-Pump set of different make under Katwa (A-1) Sub-Division, Katwa, Purba Bardhaman. **Gr-(B)** Repairing and rewinding of 2 nos 20 H.P Submersible Motor Pump set of different make under Katwa (A-1) Sub-Division, Katwa, Purba Bardhaman under Katwa (A-I) Sub Division in the District of Purba Bardhaman, Form No. 2911 are invited by the Assistant Engineer (A-I), Katwa (A-I) Sub Division, Katwa, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. Last date of application **27.01.2025** and last date availability of tender paper **27.01.2025 up to 2.00 P.M.**

Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Katwa (I) Sub-Division
Katwa, Purba-Bardhaman

বিজাপুরের জঙ্গলে নিহত ১২ মাওবাদী

বিজাপুর, ১৬ জানুয়ারি: সকাল থেকে টানা রক্তক্ষয়ী লড়াই ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে। যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সেই লড়াইয়ে নিকেশ ১২ জন মাওবাদী। এই খবর নিশ্চিত করেছেন এলাকার এক পুলিশকর্তা। বিজাপুরের গভীর জঙ্গলে বুধবার মাঝরাত থেকে শুরু হওয়া যৌথ বাহিনীর অভিযানে সকালের দিকে কোবরা বাহিনীর ২ জওয়ান গুরুতর জখম হন। তারপর অভিযান আরও জোরদার করা হয়। দিনভর গুলির লড়াইয়ে অবশেষে ১২ জনকে খতম করে যৌথবাহিনী। তবে জওয়ানদের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে, কোনও জওয়ানের কোনও ক্ষতি হয়নি। সকলেই সুরক্ষিত।

আমেরিকায় 'বিপজ্জনক গোষ্ঠীশাসন' শুরু হতে চলেছে জো বাইডেন

নিউ ইয়র্ক, ১৬ জানুয়ারি: বিদায়ী ভাষণেও নাম না করে হবু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিশানা করলেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আগামী সোমবার হোয়াইট হাউস থেকে তিনি বিদায় নিতেই আমেরিকায় 'বিপজ্জনক গোষ্ঠীশাসন' শুরু হতে চলেছে। বুধবার ওভাল অফিস থেকে জাতির উদ্দেশে বিদায়ী ভাষণে এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

হোয়াইট হাউসে তাঁর উত্তরসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম উচ্চারণ না করলেও, বিদায়ী ভাষণে বাইডেনের নিশানায় যে তিনিই ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। তিনি বলেন, 'বিপুল সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি নিয়ে একটি অভিজাত গোষ্ঠীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি দেশের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। আমাদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।' ট্রাম্প প্রথম মেয়াদে প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ২০১৬-২০ সালে নানা বিতর্কিত পদক্ষেপ করেছিলেন। সে দিকে ইঙ্গিত করে বাইডেন বুধবার বলেন, 'আমেরিকার নাগরিকদের ভুল এবং মিথ্যা তথ্য দেওয়া শুরু হয়েছে। এর ফলে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব হবে।' জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ এবং পরিবেশ রক্ষায় তাঁর সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলি ট্রাম্পের জমানায় অনুসৃত হবে কি না, সে বিষয়েও সংশয় প্রকাশ করেন আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট।

প্রসঙ্গত, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বাইডেনে যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল নিজের দলের অন্দরেই। গত বছরের অগস্টে শিকাগোয় ডেমোক্র্যাটদের জাতীয় কনভেনশনে তিনি নিজেই দলের প্রার্থী হিসাবে কমলা হ্যারিসের নাম সুপারিশ করেছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে বিদায়বেলায় সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্প্রতি আক্ষেপের সুর শোনা গিয়েছিল বাইডেনের গলায়। গত ১০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসাবে শেষ বারের মতো সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাইডেন বলেছিলেন, 'আমি মনে করি ট্রাম্পকে হারাতাম।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে এবং তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করেছেন: **কাজের নাম:** 'মেট্রো রেলওয়ে কলকাতায় মেট্রো রেলওয়ে ভবনে ওয়ারেন্টির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সর্বাত্মক রক্ষণাবেক্ষণ সহ নতুন তলায় (১১তম থেকে ১৪তম) এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন, **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ₹ ৩,২৮,৭৯,৭২০.৬০/- মাত্র; **বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ১২.০২.২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। নোটিশ বোর্ডের ঠিকানা: প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে. এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। টেন্ডারের নথি এবং অন্যান্য বিবরণ https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

টেন্ডার নং.: ইএলএম১৩৭_ভিআরএফএসি_এমবি_ডি৩০-১২-২৪

আমাদেরঅনুসরণকরুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/506/24-25 Dated 15.01.2025	Construction of Surface Drain at Rakhal Ghosh Road bye lane at Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,95,968.00

Bid Submission end date: **25.01.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman

Empanelment as LBS-I & LBS-II
Memo No: 1421/GM Dated: 16.01.2025

Application for empanelment as LBS-I & LBS-II for preparation of building plan at Guskara Municipality here by invited from the Engineers with qualification of Diploma in Civil Engineering & Degree in Civil Engineering (with five years experience for Diploma & two years for Degree on same category of Civil Engineering works). Application with all testimonial and mobile number are required within two calls on an interview. Date of interview will informed later. Last date of submission is 07 days up to 4 P.M. from the date of publication of this advertisement. Further Corrigendum & addendum if issued will be published on the below website: **www.wbtenders.gov.in** **www.guskaramunicipality.co.in**

Sd/-
Chairperson
Guskara Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এলআরসি-৩-সিটি_এসএস-মেটাল-আরএসপি, তারিখ ঃ ১০.০১.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিক সঙ্গতিপন্ন ও কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** ৫০০টি কোচে আরএমপিইউ-এর নীচে এফআরপি ট্রফ-এর বদলে এসএস মেটাল ট্রফ-এর ব্যবস্থা। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬,৯৮,২২,৬৬০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,৯৯,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ২টা। ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**।

(MISC-308/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-54 of 2024-2025 Dated 15.01.2025

Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Notice of Inviting E-Tender

E- Tenders are invited by the under signed for:- **NIT NO BHGP/ETENDER/2024-2025/12**, **Date-14/01/2025/**, has been invited. Contact the office of the U/S & visit **www.wbtenders.gov.in** for details.
Tender ID:2025_ZPHD_800590_1 & Tender ID: 2025_ZPHD_800546_1
Last date of application is **24/01/2025 at 11:00 hrs.**

Sd/- Pradhan
Bhadura Haridas G.P.

Notice e-Tender

The Prodhan Islampur Chak Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors **for NIeT No.:08/ICGP/ 15CFC/ 2024-25, 09/ICGP/ 15CFC/ 2024-25, Vide Memo No015,016/ ICGP/ 2025 dated -10.01.2025** Last date of Bid submission **20.01.2025 upto 14:00 Hours.** For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Islampur Chak G.P.
RANINAGAR-I BLOCK,
MURSHIDABAD

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেপিএ-ইআরএস-ওটি-৩৩-২৪-২৫, তারিখঃ ১৩.০১.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচড়াপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নংঃ কেপিএ- ইআরএস-ওটি-৩৩-২৪-২৫। বিবরণঃ** ১৫০০ এএমপিএস ইপি লাইন কন্টাক্টর-এর পিওএইচ/মেরামতি/পুনর্নির্মাণ, পরিমানঃ ৬৩০টি। **টেন্ডার মূল্যামানঃ** ১,৪২,০৮,১৬৩.২০ টাকা, জিএসটি ও অন্যান্য চার্জ সহ। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০২.২০২৫ দুপুর ৩টা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইটে **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে।

(MISC-307/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211

NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call

WBPMID/BASU/GP/NIT-37/24-25, Memo No-42, Date- 13.01.2025,
WBPMID/BASU/GP/NIT-38/24-25, Memo No-43, Date- 13.01.2025,
Tender Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **17/01/2025**. Bid Submission End Date : **25/01/2025** and Bid Opening Date : **28/01/2025.** For Details Plese Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH

e-Tender Inviting Notice

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) HOW/DOMJUR /MAK-II/NIT/35/2024-25, dated 16.01.2025, Fund: 15TH FC.** Bid submission start date : **17.01.2025 at 09.00 AM.** Last date of Bid submission: **25.01.2025 upto 11.00AM.** Date of opening: **27.01.2025 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/502/24-25 Dated 15.01.2025	REPAIRING & RENOVATION OF ROAD AT BOSE PUKUR ROAD AT WARD NO.- 16, UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 1,66,149.00
WBMAD/ULB/ RSM/503/24-25 Dated 15.01.2025	Construction of surface drain near Dighir par at Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,38,047.00
WBMAD/ULB/ RSM/504/24-25 Dated 15.01.2025	Repairing & Renovation of Toilet Block at Matri Sadan Hospital In Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,28,244.00
WBMAD/ULB/ RSM/505/24-25 Dated 15.01.2025	PILLING WORK AT ASHOKENATH SASTRI ROAD AND REPAIRING OF ROAD AT YUGI PARA AT WARD NO.-18, UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 1,45,030.00

Bid Submission end date: **25.01.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 246 to 254/2024-25 Dated- 16-01-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Bankura, North 24 Parganas, Burdwan and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **17-01-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **31-01-2025 upto 3.00 pm**

Date: 16.01.2025 **Sd/- Executive Engineer**

KESORAM

কেশোরাম ইন্ড্রাস্ট্রিস লিমিটেড

CIN: L17119WB1919PLC003429
রেজিস্টার্ড অফিস : ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: 033 2242 9454, 2243 5453, 2213 5121 । ই-মেল : corporate@kesoram.com । ওয়েবসাইট : www.kesocorp.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

₹/কোটি

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)
	চলতি কার্যক্রম												
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৫.২৪	৪.৩৪	৬.৫০	১৪.৮১	১৬.২১	২১.৯৬	৬৬.৪৩	৫৯.৬৭	৭৪.৭৫	১৯৪.৯৯	১৮৯.৬১	২৭৪.৪১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) (*)	০.১৭	(২.৭৬)	(০.৮৮)	(৪.৮৩)	(৬.৫৬)	(৭.৮৮)	(১৮.৪৫)	(২৩.৯৫)	(১৩.৬২)	(৬২.০২)	(৬৭.৭২)	(৭৫.৫২)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(৬৩.৫৮)	(২.৭৬)	(০.৮৮)	(৬৮.৫৮)	(৬.৫৬)	(২৩.১০)	(১৮.৪৫)	(২৩.৯৫)	(১৩.৬২)	(৬২.০২)	(৬৭.৭২)	(৭৫.৫২)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(৬৩.৪৭)	(২.৭৬)	(০.৮৮)	(৯৪.৭২)	(৬.৫৬)	(২৭.৫৩)	(১৮.৩৪)	(২৩.৯৫)	(১৩.৬২)	(৮৮.১৬)	(৬৭.৭২)	(৭৯.৯৫)
	অচলতি কার্যক্রম												
৫	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(৫০.৮৩)	(৪৫.৯৭)	(৩৫.৫৬)	(১১২.৩০)	(৭২.৯৯)	(৩০১.৪৩)	(৫০.৮৩)	(৪৫.৯৭)	(৩৫.৫৬)	(১১২.৩০)	(৭২.৯৯)	(৩০১.৪৩)
৬	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	(১১৪.৩০)	(৪৪.০৩)	(৩৬.৪৪)	(২০.৩২)	(৭৮.৯৬)	(৩৩০.৮৮)	(৬৯.১৭)	(৬৫.২২)	(৪৯.৩৮)	(১৯৫.৭৬)	(১৪০.৭০)	(৩৭৮.৩৭)
৭	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬
৮	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৬.৫৯	-	-	-	-	-	(২১৫.৯৪)
৯	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮
১০	নিট মূল্য	১১১.৮৭	২২৬.১৭	৫৬৬.১১	১১১.৮৭	৫৬৬.১১	৩১৪.১৯	(১৪৫.৬১)	(৭৬.৪৫)	২৮৭.৮২	(১৪৫.৬১)	২৮৭.৮২	৫০.১৫
১১	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার)												
ক)	চলতি কার্যক্রম :												
	- মৌলিক ইপিএস	(২.০৪)	(০.০৯)	(০.০৩)	(৩.০৫)	(০.২১)	(০.৮৯)	(০.৫৯)	(০.৭৭)	(০.৪৪)	(২.৮৪)	(২.১৮)	(২.৫৭)
	- মিশ্রিত ইপিএস	(২.০৪)	(০.০৯)	(০.০৩)	(৩.০৫)	(০.২১)	(০.৮৯)	(০.৫৯)	(০.৭৭)	(০.৪৪)	(২.৮৪)	(২.১৮)	(২.৫৭)
খ)	অচলতি কার্যক্রম :												
	- মৌলিক ইপিএস	(১.৬৪)	(১.৫০)	(১.১৩)	(৩.৬১)	(২.৩২)	(৯.৭৯)	(১.৬৪)	(১.৫০)	(১.১৩)	(৩.৬১)	(২.৩২)	(৯.৭৯)
	- মিশ্রিত ইপিএস	(১.৬৪)	(১.৫০)	(১.১৩)	(৩.৬১)	(২.৩২)	(৯.৭৯)	(১.৬৪)	(১.৫০)	(১.১৩)	(৩.৬১)	(২.৩২)	(৯.৭৯)
গ)	চলতি এবং অচলতি কার্যক্রম :												
	- মৌলিক ইপিএস	(৩.৬৮)	(১.৫৯)	(১.১৬)	(৬.৬৬)	(২.৫৩)	(১০.৬৮)	(২.২৩)	(২.২৭)	(১.৫৭)	(৬.৪৫)	(৪.৫০)	(১২.৩৬)
	- মিশ্রিত ইপিএস	(৩.৬৮)	(১.৫৯)	(১.১৬)	(৬.৬৬)	(২.৫৩)	(১০.৬৮)	(২.২৩)	(২.২৭)	(১.৫৭)	(৬.৪৫)	(৪.৫০)	(১২.৩৬)

* ব্যতিক্রমী দফাগুলি ইন্ড এএস অনুসারে লাভ ও ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য:

(ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের সারাংশ। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (URL: https://www.kesocorp.com/DOCS/pdf/financial-results/2024-25-fr-q3.pdf) -তে পাওয়া যাবে। ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত সময়ের মধ্যে পরিশোধিত ঋণপত্রের তালিকাচ্যুতি সম্পন্ন হয়েছে, তাই রেগুলেশন ৫২(৪) -এর অধীনে প্রয়োজনীয় প্রকাশগুলি প্রকাশিত ফলাফলের সাথে সরবরাহ করা হয়নি।

(খ) পূর্ববর্তী বছরে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ (''বোর্ড'') ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ -এ অনুষ্ঠিত তার সভায় কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (''সংস্থা'') এবং আল্ট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেড (''ফলাফলের সংস্থা'') এর মধ্যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৩০-২৩২ -এর অধীনে একটি অ্যারেঞ্জমেন্ট স্কিম (''প্রস্তাবিত স্কিম'') অনুমোদন করেছে যার নির্ধারিত তারিখ ১ এপ্রিল, ২০২৪। প্রস্তাবিত প্রকল্পে কোম্পানি থেকে সিমেন্ট ব্যবসা বিচ্ছিন্ন করার বিষয়টি জড়িত। মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ এবং মুম্বই বেঞ্চ (সম্মিলিতভাবে ''মাননীয় ট্রাইব্যুনাল'' নামে পরিচিত) আদেশ অনুসারে যথাক্রমে ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ এবং ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে। প্রস্তাবিত স্কিমটি স্কিমের ধারা ২১ এর অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ করার অব্যবহিত পরে মাসের প্রথম দিনে কার্যকর হবে।

(গ) উপরোক্ত ফলাফলটি নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৬ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬ জানুয়ারি, ২০২৫

পরিচালন পর্ষদের জন্য ও পক্ষে
স্বা/-
পি. রাধাকৃষ্ণান
হোলটাইম ডিরেক্টর এবং সিইও

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

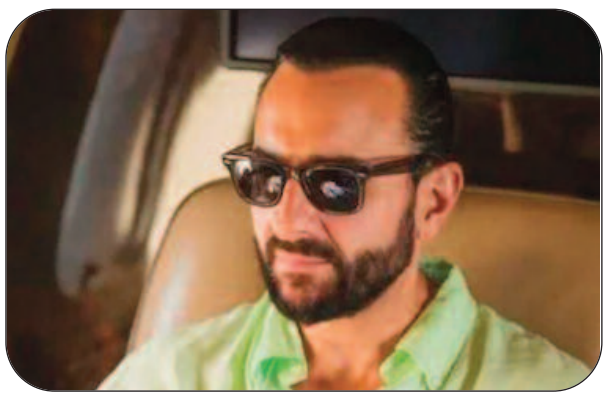

‘খাদান’ কমার্শিয়াল মুভির ইতিহাসে অনন্য উদাহরণ হিসেবে থেকে যাবে

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি ‘খাদান’ ছবিটির সাফল্য প্রতিটি রন্ধে রন্ধে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে মানুষ আবার কমার্শিয়াল সিনেমার প্রেমে পড়ছে। ‘খাদান’ সিনেমার প্রথম সপ্তাহে বক্স অফিস কালেকশন ছিল ৬.৬০ কোটি দ্বিতীয় সপ্তাহে কালেকশন, ৪. ৭০ কোটি এবং তৃতীয় সপ্তাহে কালেকশন আয় হয়েছে ১.৬৫ কোটি। এহেনো সাফল্য বাংলা সিনেমায় অনেকদিন পর আবার দেখা গেল। এই ছবিটি যে কমার্শিয়াল মুভির আবার স্বর্ণযুগের সূচনা করতে পারে তার প্রমাণ দিয়ে দিলেন স্বয়ং পরিচালক সুজিত রিনো দত্ত, প্রযোজক নিস্পাল সিং এবং দেব। অনেকদিন পর আবার হল জুড়ে সিটি এবং হাততালির ঝড় উঠলো এই সিনেমার মাধ্যমে। এই সিনেমার হাত ধরে আবার যে কমার্শিয়াল মুভির স্বর্ণযুগ শুরু হতে পারে সেটা বুঝিয়ে দিলেন স্বয়ং এই সিনেমার নায়ক দেব। বর্তমানে বাংলার এক নম্বর সুপারস্টার দেব। প্রতিনিয়তই তার প্রত্যেকটি ফিল্মে তিনি নিজেকে

বর্তমানে বাংলার এক নম্বর সুপারস্টার দেব। প্রতিনিয়তই তার প্রত্যেকটি ফিল্মে তিনি নিজেকে উন্নত থেকে আরও উন্নততর করে তোলার চেষ্টা করছে। চরিত্রের ভেতর যে কিভাবে ঢুকে যেতে হয় এবং সেটাকে ফুটিয়ে তুলতে হয় তার বোধহয় জলজ্যান্ত উদাহরণ আমাদের দেব। দেব নিজের ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই নিজের চরিত্র এবং অভিনয়কে পরিণত করার চেষ্টা করেছে এবং সেটা করতে সফল হয়েছে। সেই কারণেই দেবের এত বিপুল পরিমাণে জনপ্রিয়তা। ‘খাদান’ সিনেমাটিতে একাধারে পিতা শ্যাম মাহাতো ও পুত্র মধু মাহাতোর দুটি চরিত্রে দেবের অভিনয় এক কথায় অনবদ্য।

উন্নত থেকে আরও উন্নততর করে তোলার চেষ্টা করছে। চরিত্রের ভেতর যে কিভাবে ঢুকে যেতে হয় এবং সেটাকে ফুটিয়ে তুলতে হয় তার বোধহয় জলজ্যান্ত উদাহরণ আমাদের দেব। দেব নিজের ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই নিজের চরিত্র এবং অভিনয়কে পরিণত করার চেষ্টা করেছে এবং সেটা করতে সফল হয়েছে। সেই কারণেই দেবের এত বিপুল পরিমাণে জনপ্রিয়তা। ‘খাদান’ সিনেমাটিতে একাধারে পিতা শ্যাম মাহাতো ও পুত্র মধু মাহাতোর দুটি চরিত্রে দেবের অভিনয় এক কথায় অনবদ্য। দুটি চরিত্রই যেন তার অভূতপূর্ব অভিনয় শৈলীর মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ।নাচ থেকে শুরু করে অ্যাকশন সিকোয়েন্স সবকিছুতে দেবের অভিনয় যেন সাবলীল। সিনেমা হলে দর্শক পুরনো দেবকে আবার ফিরে পেয়েছে তবে সেই দেব যেন এই সিনেমায় আরও পরিণত আরো উন্নত। এই ছবিতে তার প্রেম দৃশ্যে অভিনয় থেকে শুরু করে তার প্রতিটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেন এক পরিপূর্ণ দক্ষ অভিনেতার পরিচয় পত্র হিসাবে বারংবার উঠে আসছে। এক কথায় দেবই যেন এই সিনেমাটার জন্য একেবারে পারফেক্ট। দেবের জন্যই এই সিনেমাটা। নিজের নিখুঁত অভিনয়ের মাধ্যমে দেব যেন প্রমাণ করে দিয়েছে যে কেন তাকে বাংলা কমার্শিয়াল মুভির সিনেমার এক নম্বর হিরো হিসেবে রাখা উচিত। এই সিনেমায় যিশু সেনগুপ্তের ভূমিকা ও অনবদ্য। বলতে গেলে যীশু সেনগুপ্তকে ছাড়া ‘খাদান’ সিনেমাটি এত সাফল্য পেতে পারত না। শ্যাম মাহাতোর বন্ধু মোহন দাসের চরিত্রে যীশু সেনগুপ্তর অভিনয় নজরকারা। এই ছবিতে যীশু সেনগুপ্ত যেখানে যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানে সেখানেই তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে কেন তাকে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে বড় বড় সিনেমাতে অভিনয়ের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। কেন তাকে তামিল সিনেমাগুলোতে ঠান্ডা মাথার নেগেটিভ রোলের চরিত্র দেওয়া হয়। ছবির পরিচালক সুজিত দত্ত এবং দেব এই সিনেমায় অতি দক্ষতার সাথে তার সহ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের নির্বাচন করেছেন। শ্যাম মাহাতোর স্ত্রী যমুনা ভকতের চরিত্রে বরখা বিস্ত যথেষ্ট পরিণত। যথাযথ অভিনয়ের মাধ্যমে সে তার চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। অন্যদিকে শ্যাম মাহাতোর ছেলে মধু মাহাতোর বিপরীতে ইধিকা পালের অভিনয় অতুলনীয় এবং উচ্চ প্রশংসিত। এই ছবিতে ইধিকা পালের নাম লতিকা। দেব এবং ইধিকা পাল অভিনীত এই সিনেমার রোমান্টিক গান কিশোরী বলতে গেলে এখন বাংলার টপ রোমান্টিক গানের মধ্যে একটি। রথীজিৎ ভট্টাচার্য এবং অন্তরা মিত্রের গাওয়া এই গানটি আপামর বাঙালির মন জয় করেছে। এছাড়া নবাগতা সঙ্গীতশিল্পী দেবস্মিতা দেব এর কণ্ঠে ‘ধিনাক না তিন’ নামক রোমান্টিক গানটিও দর্শকদের মন ছুঁয়েছে। শুধু বাংলা নয় ভারতের বিভিন্ন জায়গাতেও এই সিনেমাটির চর্চা হচ্ছে। সিনেমার অন্যান্য গানগুলিও সুন্দর।পরিচালক সুজিত দত্ত চরিত্র তৈরি এবং সেই চরিত্রের জন্য অভিনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে প্রভূত পরিশ্রম করেছেন সেটা এই সিনেমাটি দেখেই বোধগম্য হয়। এই সিনেমায় অনির্বাণ চক্রবর্তী, সুজন নীল মুখোপাধ্যায়, পার্থ সারথী চক্রবর্তী, জন ভট্টাচার্য, সুমিত গাঙ্গুলী এবং অন্যান্য অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের অভিনয়ও অত্যন্ত সাবলীল।

সম্প্রতি ‘খাদান’ সিনেমাটি প্যান ইন্ডিয়াতেও রিলিজ হয়েছে। এই কয়েকদিনে বাংলার বাইরেও এই সিনেমাটি দাপটের সাথে রাজত্ব করেছে। অনেকদিন পর বাংলা কমার্শিয়াল মুভিতে আবার এই ধরনের মারকাটারি অ্যাকশান দেখা গেল যেটা দর্শক মহলের কাছে প্রচন্ডভাবে উপভোগ্য। দেবের মাচো হিরোর মত অ্যাকশন এবং গরম গরম ডায়লগ এই সিনেমাটিকে ব্লকবাস্টার করেছে। দেব তার ভক্তদের

এই ছবিতে তার প্রেম দৃশ্যে অভিনয় থেকে শুরু করে তার প্রতিটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেন এক পরিপূর্ণ দক্ষ অভিনেতার পরিচয় পত্র হিসাবে বারংবার উঠে আসছে। এক কথায় দেবই যেন এই সিনেমাটার জন্য একেবারে পারফেক্ট। দেবের জন্যই এই সিনেমাটা। নিজের নিখুঁত অভিনয়ের মাধ্যমে দেব যেন প্রমাণ করে দিয়েছে যে কেন তাকে বাংলা কমার্শিয়াল মুভির সিনেমার এক নম্বর হিরো হিসেবে রাখা উচিত। এই সিনেমায় যিশু সেনগুপ্তের ভূমিকা ও অনবদ্য। বলতে গেলে যীশু সেনগুপ্তকে ছাড়া ‘খাদান’ সিনেমাটি এত সাফল্য পেতে পারত না। শ্যাম মাহাতোর বন্ধু মোহন দাসের চরিত্রে যীশু সেনগুপ্তর অভিনয় নজরকারা। এই ছবিতে যীশু সেনগুপ্ত যেখানে যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানে সেখানেই তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে কেন তাকে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে বড় বড় সিনেমাতে অভিনয়ের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়।

জন্য তার জন্মদিনে দারুন সিনেমা উপহার দিয়েছেন। তৃতীয় সপ্তাহতেও প্রতিটা সিনেমা হলের সামনে দেবের ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ছে। দেব এগুলো পাওয়ার সত্যিই যোগ্য। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং ভূমিসম মানসিকতা তাকে এই জায়গাটা পেতে সাহায্য করেছে। বর্তমানের একটি ব্যস্ততম হিরো হল দেব যার রাজনীতির আঙ্গিনা থেকে সিনেমার আঙিনায় অবাধ বিচরণ। শুধু সিনেমাতেই নয় ব্যক্তি হিসেবে রাজনীতির ময়দানেও দেব সবার প্রিয়। অভিনেতা দেব এর থেকেও দেব ব্যক্তি হিসেবে অভাবনীয় এবং অকল্পনীয় যাকে এক বলা যায় মাই ডিয়ার পার্সন। দেব যেভাবে বাংলা সিনেমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে বাংলা সিনেমার প্রতি তার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা সিনেমার অন্যতম কান্ডারী হিসেবে দেব এখন বহু চর্চিত। তার পরিশ্রম এবং অধ্যাবসায় তাকে আমাদের সকলের নয়নমনি করে রেখেছে। বলাই বাহুল্য ‘খাদান’ সিনেমাটি বর্তমানে মাস কমার্সিয়াল ফিল্ম এর একটি অন্যতম উদাহরণ। অ্যাকশন, রোম্যান্স এন্টারটেইনমেন্ট ভরপুর এই সিনেমাটি ৮ থেকে ৮০ সকলেরই মনোগ্রাহী হবে। পরিশেষে বলা যায় দেব পুনরায় প্রমাণ করে দিল ‘যা যা বলে দে। তোর বাপ এসেছে’।

ঘরে ঢুকে একের পর এক কোপ, বাড়িতেই ভয়ঙ্কর হামলা সইফ আলি খানের উপরে

■ বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খানের উপরে হামলা। নিজের বাড়িতেই ছুরি দিয়ে হামলা হয় তাঁর উপর। পেটে ছুরির আঘাত লাগে। বর্তমানে মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি সইফ। তাঁর অস্ত্রোপচার হচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, সইফ আলি খানের উপরে বুধবার রাতে হামলা করে এক চোর। রাত আড়াইটে নাগাদ চোর বাড়িতে ঢোকে। আলমারি খুলে চুরি করছিল, এমন সময় শব্দ হয়। তাতে জেগে যান পরিচারকরা। তারা চিৎকার করলে চোর পালানোর চেষ্টা করে।

সেই সময়ই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সইফ। চোরের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যান তিনি। ভয় পেয়েই চোর সইফের উপরে হামলা করে। তাঁকে ছুরি মেরে পালায়। জানা গিয়েছে, ছয়বার ছুরির কোপ মারা হয় সইফকে।

সঙ্গে সঙ্গেই রক্তাক্ত অবস্থায় পতৌদির নবাবকে উদ্ধার করে মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন সইফ। বর্তমানে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে।

লীলাবতী হাসপাতালের সিওও ডঃ নীরজ উত্তামানি জানিয়েছেন, রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ সইফ আলি খানকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তাঁর শরীরে ৬টি ছুরির আঘাত রয়েছে। এর মধ্যে দুটি ক্ষত গভীর। শিরদাঁড়ার পাশে একটি আঘাত রয়েছে। নিউরোসার্জন ডঃ নিতিন দাঙ্গে, কসমেটিক সার্জন ডঃ লীনা জৈন ও অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডঃ নিশা গান্ধী অস্ত্রোপচার করছেন।

এদিকে, গোটা ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা নিয়ে। কী করে একজন সেলিব্রেটির বাড়িতে মধ্য রাতে চোর ঢুকে পড়ল এবং বলিউড অভিনেতার উপরেই ছুরি দিয়ে হামলা চালাল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ের ক্রাইম ব্রাঞ্চে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তারা চোরের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। আশেপাশের বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিচারকদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, মুম্বইয়ের বান্দ্রার এই ফ্ল্যাটে করিনা ও দুই পুত্র-তৈমুর ও জাহাঙ্গিরকে নিয়ে থাকেন সইফ আলি খান।

বিনোদিনীর ফ্রেমে এবার সাহসী রুক্মিণী, গানে-গানে উষ্ণতা ছড়ালেন নায়িকা

■ বছর শুরু হতেই খবরের শিরোনামে অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র। সর্বত্রই দেবের হাত ধরে পৌঁছে যাচ্ছেন ছবির প্রচারে। কখনও প্রসঙ্গ খাদান, কখনও আবার প্রসঙ্গ বিনোদিনী। একটা সময় দেবের হাত ধরেই টলিপাড়ায় পা রেখেছিলেন রুক্মিণী। তারপর থেকেই এই জুটি বাংলা ছবির জগতে সকলের মন কাড়ে। তবে একটা সময় দেব-রুক্মিণী জুটি ছাপিয়ে বলিউডে পা রাখেন নায়িকা। এবার তিনি আরও পরিণত। নটী বিনোদিনীর হাত ধরে এবার অন্য লুকে ক্যামেরার সামনে ধরা দিলেন তিনি।

মুক্তি পেল ছবির দ্বিতীয় গান। যেখানে ওমের বিপরীতে রুক্মিণীকে দেখা গেল এক রোম্যান্টিক মুডে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের দু’কলি নিয়ে তৈরি গান। ‘শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা’ দিয়ে শুরু গান। ‘আজি বরষারও রাতে’, অন্বেষা দত্তগুপ্তর কণ্ঠে এই গান মুক্তি পেতেই সকলের মন জয় করেছেন। পাশাপাশি নজর কেড়েছে গানের সেট থেকে রুক্মিণীর লুক।

ওমের সঙ্গে পর্দায় রসায়ণে ঝড় তুললেন তিনি। ওম এই গল্পের কুমার বাহাদুর। রামকমল মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘বিনোদিনী একটি নটীর উপাখ্যান’-এ এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন ও সাহানি। এটি ছবির দ্বিতীয় গান। এর আগে কানহা গানে নাচে নজর কেড়েছেন রুক্মিণী। পাশাপাশি শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠস্বর সকলের মন জয় করে নিয়েছে।